অলকনন্দা

অলকনন্দা

—ষ্টারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয়, শনিবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
. কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—১৲

মুদ্রাকর :
শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রদ্ধেয়—

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র ঘোষ

করকমলেষু।

অলকনন্দা নাটক প্রায় দশ বছর আগের লেখা। সহজ এবং সর্ব্বজনবোধগম্য কাহিনীকে নৃত্য, গীত ও হাস্যকৌতুক দিয়ে রস-পুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং সে চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে···তার বিচার করবেন—রঙ্গমঞ্চের দর্শক এবং পাঠক সমাজ। ইতি

মহেন্দ্র গুপ্ত

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারীগণ

সত্ত্বাধিকারী	...	শ্রীসলিলকুমার মিত্র, বি. কম্
প্রয়োগশিল্পী	...	শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত, এম. এ.
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
সুরশিল্পী	...	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আলোক সম্পাতকারী	...	শ্রীমন্মথ ঘোষ
রূপসজ্জাকর	...	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
এমপ্লিফায়ারবাদক	...	শ্রীদুলাল মল্লিক
যন্ত্রীসঙ্ঘ	...	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
		শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
		শ্রীললিত বসাক
		শ্রীবসন্ত গুপ্ত
		কুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ
		পটলবাবু।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

ইন্দ্রদ্যুম্ন	...	ভূপেন চক্রবর্ত্তী
চণ্ডভার্গব	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
সুমিত্র	...	সিধু গাঙ্গুলী
চন্দ্রহাস	...	মঙ্গল চক্রবর্ত্তী
মীনধ্বজ	...	গোপাল চ্যাটার্জ্জি
সোমদত্ত	...	বিমল ঘোষ
ভৈরব	...	সনৎ মুখার্জ্জি
সূত্রধার	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
ষষ্ঠীচরণ	...	গোপাল ভট্টাচার্য্য
পদ্মলোচন	...	মাষ্টার সন্তু
রামখোকা	...	বাণী বাবু
সৈনিকদ্বয়	}	রবি রায় চৌধুরী নলিন বাগ
ভিখারী	...	গোষ্ঠ ঘোষাল

অন্যান্য ভূমিকায়—বিষ্ণু সেন, অনিল রায়, কৃষ্ণদাস, ব্রজেন, নরেন, আশুবাবু প্রভৃতি

অলকনন্দা	...	ঊষাদেবী
বিষয়া	...	বীণা দেবী
সুনন্দা	...	সন্ধ্যা দেবী
চন্দ্রা	...	পারুল
ভিখারিণী	...	দুর্গারাণী
শ্যামলী	...	তারকবালা

অন্যান্য ভূমিকায়—সরসী, বীণা, রবি, শেফালি, ইরা,
মৃণালিনী, পুষ্প, বিজলী, নলিনী,
চপলা, হাসি প্রভৃতি।

চরিত্র পরিচয়

ইন্দ্রদ্যুম্ন	...	স্থরাষ্ট্রপতি
চণ্ডভার্গব	...	কুতূহলপুরীর মহাসচীব
চন্দ্রহাস	...	ইন্দ্রদ্যুম্নের পালিত পুত্র
সোমদত্ত	...	সেনাপতি
মীনধ্বজ	...	বয়স্য
ভৈরব	...	জহ্লাদ

সূত্রধার, রামখোকা. সৈনিকগণ প্রভৃতি

অলকনন্দা	...	ছদ্মবেশে চণ্ডী
বিষয়া	...	চণ্ডভার্গবের কন্যা
চন্দ্রা	...	ঐ সখী
স্থনন্দা	...	ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষী
শ্যামলী	...	অন্তঃপুরিকা

নায়িকাগণ, সখিগণ প্রভৃতি

অলকনন্দা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুতুহলপুর রাজ-গৃহের নাট্যশালা।
সচীব চণ্ডভার্গব, রাজা সুমিত্রকুমার এবং
সামন্ত রাজগণ দর্শকের আসনে উপবিষ্ট,
নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল, পট সম্মুখে
সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার। ওহে অন্তঃপুরিকাগণ, তোমাদের একজনকে মুখপাত্ররূপে সামনে প্রেরণ কর। সূত্রধাররূপে আমার বক্তব্যগুলি বলে নিই। কে ওখানে—এসো না...সামনে এসো—

[নটী বেশে শ্যামলীর প্রবেশ]

এই যে নটী মুখ্যা—

শ্যামলী। আজ্ঞে না, আমার নাম শ্যামলী—

সূত্র। আহা, শ্যামলীই হও···আর তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাই হও...এখন তুমি 'নটী মুখ্যার ভূমিকা অভিনয় কচ্ছ, সে কথা ভুলে যেয়ো না।

শ্যামলী। যথা আজ্ঞা।

সূত্র। এইবারে বল…আজ তোমাদের এখানে কি অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে!

শ্যামলী। আমরা রাজ-কবি শেখর রচিত "বাসন্তীকার উজ্জীবন" নামক গীতি নাটকের অভিনয় করব।

সূত্র। বেশ, বেশ। কিন্তু বলতে পারো—এ অভিনয়ের উপলক্ষ্য কি?

শ্যামলী। উপলক্ষ্য! উপলক্ষ্য…

[হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল]

সূত্র। (চাপা গলায়) বলে যাও…যেমন শিখিয়েছি বল। (প্রকাশ্যে) বল, প্রথম থেকে বিশদরূপে বলে যাও...যেন সকলে বুঝতে পারেন!

শ্যামলী। শুনুন সূত্রধার, এই কুতূহলপুর নগরের অধীশ্বর মহারাজ চক্রায়ুধ বিশ বৎসর পূর্ব্বে রণক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁর এক শিশু পুত্র ছিল—সেই শিশুও পিতার মৃত্যুর পরদিন থেকে নিরুদ্দেশ; মহাসচীব চণ্ডভার্গব এবং নগরের অন্যান্য প্রধানগণ এতকাল দেশ-দেশান্তরে সেই শিশুর সন্ধান করেছেন; কিন্তু এত করেও তাকে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, তাই বিশ বৎসর পর এই শুভ দিনে সকলে মিলে মহাসচীব-পুত্র সুমিত্র কুমারকে কুতূহলপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন। নবীন সম্রাটের সম্মাননার জন্যই আজকের এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন।—

সূত্র। ভাল, ভাল। দেখছি, নগরের প্রধানগণ সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। ঐ যে নবীন সম্রাট—অশেষ রূপগুণান্বিত সুমিত্রকুমার...তাঁর পার্শ্বে ঐ যে রাজ পিতা মহাসচীব চণ্ড-ভার্গব, ঐ সামন্ত শক্রাজিৎ, অচ্যুত রায় প্রভৃতি নায়কগণ! হে

নটী মুখ্যা, এমন নাট্য রসিক ও সম্মানাস্পদ দর্শক সাধারণের সম্মুখে তোমাদের অভিনয় করতে হবে ; সে জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হয়েছ তো ?

শ্যামলী। আমরা গীতি-নাটকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে অভিনয় করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। স্বয়ং রাজ-ভগিনী বিষয়া দেবী বাসন্তীকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন।

সূত্র। স্বয়ং রাজভগ্নী—!

শ্যামলী। হ্যাঁ; তা ছাড়া—সবিতা, প্রজাপতি প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকাতেও অন্যান্য রাজপুরাঙ্গনাগণ অবতীর্ণা হবেন। এখন নটনাথের নিকট প্রার্থনা—তিনি আমাদের এ আয়োজনকে সার্থক করুন।—

সূত্র। উত্তম, তাহলে এবার অভিনয় আরম্ভ হোক। দর্শকগণ, আপনারা নিশ্চয়ই অভিনয় দর্শনের জন্য নিতান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন! আর কালক্ষেপ না করে এবার পট অপসারণ করি।

[সূত্রধারের প্রস্থান]

সম্মুখের পট সরিয়া গেল, মঞ্চ অন্ধকার···চারিদিকে কুয়াসা, নৃত্য ভঙ্গীতে দুইজন প্রজাপতির প্রবেশ।

(গীত)

১ম। অন্ধকারের বন্ধ ঘরে মন মানে না হায়—

২য়। হিমেল রাতের কুহেলিকা—ছিন্ন করে আয়—

১ম। আঁধার গিরির চূড়ায় জাগো অরুণ বরণ রবি—

২য়। নিকষ কালোর বক্ষে জাগুক সোনার স্বপণ ছবি—

১ম। রবি—অরুণ তরুণ রবি—

২য়। জাগো অরুণ—জাগো করুণ ছবি।

সূর্য্যবেশী তরুণীর আবির্ভাব। অন্ধকার লুপ্ত হইল। দেখা গেল তাহার পায়ের নীচে একটী মুদিত কমল।

[সূত্রধারের আবৃত্তি]

হে অরুণ, হে আলোক রথি,
জবা পুষ্প সম তব আরক্ত বরণ—
অই তব দেহ কান্তি মহা-দ্যুতিময়।
তোমার পরশে অপগত হয়েছে আঁধার,
সর্ব্বপাপ, সর্ব্বগ্লানি হয়েছে বিলয়।
হে দেবতা, দ্যুলোক ভূলোকে তব জাগে জয় গান ;
তোমার প্রণাম—
অন্তরে অলক্ষ্যে মোর রহিল পুঞ্জিত ;
বিহঙ্গ-গুঞ্জিত বসন্তের পল্লব মর্ম্মর সনে
সুধা পূর্ণ দিব্য দিন আনো—
হিমের কুহেলী ভেদি' মন্ত্র বাণ এইবারে হানো...
হানো হানো হানো—

[প্রজাপতিদের গীত]

কমলকে দেখাইয়া]

বাসন্তিকা ঘুমায় হোথা
কমল দলে থাকি
অরুণ আলোর বান হানো গো
হাসবে মেলি আঁখি
হানো বান—হানো বান—হানো বান—

সূর্য্য একটী বাণ মারিল, কমলের একটী পাপড়ী ফেলিল।

হানো বান—হানো বান—হানো বান—

আর একটী ফেলিল। সেই ফুটন্ত ফুল-মধ্যে বাসন্তিকা।...

ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে এক নবাগত যুবকের আবির্ভাব হইল। তাহার নাম চন্দ্রহাস। সে অভিনয় দর্শনে এমন মন্ত্র মুগ্ধ হইল যে আসন গ্রহণ করিল না···দাঁড়াইয়া বিস্মিত নেত্রে দেখিতে লাগিল। বাসন্তিকার আবির্ভাবে দর্শকগণ সাধুবাদ দিলেন ও করতালি ধ্বনি করিলেন। সে যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, সকলের করতালি ধ্বনি থামিলে সে হাসিয়া উঠিল ও পুনরায় করতালি ধ্বনি করিল।

[বাসন্তিকার গান]

ঘুম ভেঙ্গে গেছে—ঘুম ভেঙ্গে গেছে—
জেগেছি ফুলের বনে
নূতন খেলায়—মাতিব এবার
সুন্দর সাথী সনে !
সুন্দর, কথা কও, কেন শুধু চেয়ে রও ?
বাসন্তী-বেদন গন্ধ নিবেদন
হে তরুণ, তুমি লও !

[চন্দ্রহাস মালা নিতে অগ্রসর হইল]

চন্দ্রহাস। দাও—দাও...বরমাল্য দাও !
জাগ্রত বসন্ত লক্ষ্মী,
ভক্ত তব পূজা-বেদী-তলে,
বর মাল্য তারে তুলে দাও।

সকলে। কে—কে এ যুবক!

চন্দ্র। মাল্য দাও—মাল্য দাও দেবি।

অনেকে। আঃ সরে দাঁড়ান। সর্ব্বনাশ! অভিনয় পণ্ড হয় বুঝি!

চণ্ড। কে তুমি! কি চাহ এখানে!

চন্দ্র। আমি! আমি চাই—
অই বাসন্তিকা করধৃত বরমাল্যখানি।

চণ্ড। বন্ধ করো অভিনয়—

সূত্র। হা হতোস্মি—কি বিভ্রাট! পটক্ষেপ কর...পটক্ষেপ করো—

[পট ক্ষেপ]

চণ্ড। সামন্ত মণ্ডলী।
এই যুবকের সনে আছে মোর গুপ্ত প্রয়োজন,
আপনারা আপাততঃ করুন বিশ্রাম।

[সামন্তগণের প্রস্থান]

সত্য কহ, কোথা হতে আসিয়াছ উন্মাদ যুবক!

চন্দ্র। উন্মাদ নহিক আমি,
আসি নাই ঘটাতে বিভ্রাট!
শোনো মহাভাগ,
মৃগয়া কারণে ধনুঃশর করে লয়ে
পশেছিনু গহণ কাননে;
সারাদিন ভ্রমিয়াছি বন বনান্তরে···
অবশেষে অই তব পুরলগ্ন বন অন্তরালে
মৃগশিশু নেহারিয়া—
ধনুকেতে জুড়ি যেই শর—
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এক বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াল।

স্থমিত্র। দেবী!

চন্দ্র। দেবী...জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি!
শ্যামপর্ণ, বনপুষ্প অঙ্গে আভরণ
গলে দোলে নীল পদ্ম মালা!
অপূর্ব্ব সে বন দেবী
মৃগ বধে নিবারিয়া মোরে—
মৃদুহাসি কহিলেন—শোনো শক্তিধর—
দুর্ব্বলের নিপীড়নে জন্ম নহে তব—
মহাকার্য্য সম্মুখে তোমার।
সে কার্য্য সাধনে—
ক্ষীপ্র পদে চলে যাও কুতূহলপুরে, বসন্ত উৎসবে সেথা
মাল্য করে রাজ-লক্ষ্মী করিছেন প্রতীক্ষা তোমার।
হে ধীমান, তাই আসিয়াছি আমি কুতূহলপুরে!
বসন্তলক্ষ্মীর বেশে দেখা দিল রাজলক্ষ্মী মোর,
তাই তার বর মাল্য চাহি!—

স্থমিত্র। স্বাগত, স্বাগত হে তরুণ অতিথি!
দেবীর প্রেরিত তুমি—তব পদার্পণে
ধন্য মম কুতূহলপুরী।
পিতা, বিলম্ব কি হেতু আর?
রাজলক্ষ্মী বরমাল্য চাহিছে অতিথি—
বিষয়ারে নিয়ে আসি ত্বরা—

[প্রস্থানোদ্যত]

চণ্ড। দাঁড়াও স্থমিত্র!

স্থমিত্র। পিতা!

চণ্ড। নাম, গোত্র, পরিচয়,
কোথা বাস...কাহার তনয়···
কিছুমাত্র জ্ঞাত নহ যার—
আপন ভগিনী তারে সম্প্রদান করিবারে চাহ ?

চন্দ্র। পরিচয় ! পরিচয় চাহ যদি
শোনো তবে, কহিব স্বরূপ—
নাম চন্দ্রহাস, সুরাষ্ট্র নগরে বাস,
নগর নায়ক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন জনক আমার,
জননী সুনন্দা দেবী।

সুমিত্র। শুনিলে ত পরিচয় পিতা ?
সুদর্শন, রাজপুত্র, তদুপরি দেবীর প্রেরিত...
তবে আর কালক্ষেপ কেন ? দেহ অনুমতি,
লয়ে আসি ভগিনীরে মোর ! পিতা !

চণ্ড। (আপন মনে) সুরাষ্ট্র নগরে বাস...পিতা ইন্দ্রদ্যুম্ন...
জননী সুনন্দা দেবী ! সত্যকথা...
তবে আর কিসের সংকোচ ?
সর্ব্বসুলক্ষণ যুত, জামাতার উপযুক্ত—
না না, একি, বুক কাঁপে কেন ?
বাম নেত্র অকস্মাৎ কি হেতু স্পন্দিত !
একি অমঙ্গল !

সুমিত্র। পিতা !

চণ্ড। যুবকেরে প্রথম দেখিনু যবে
সেই হতে কি কারণ
চিত্ত মোর হয়েছে চঞ্চল !

হে যুবক! সত্য কহ—
স্বরাষ্ট্র নগরপতি জনক তোমার?

চন্দ্র। প্রতীতি না হয়—
বেদ ব্রহ্ম, দেব ঋষি করিয়া স্মরণ,
কহি সত্য বাণী—
জনক আমার—

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। ক্ষান্ত হও…ক্ষান্ত হও যুবা,
ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ—

চন্দ্র। কে!

সুমিত্র। সেনাপতি সোমদত্ত!

চণ্ড। সোমদত্ত! জান যুবকেরে?

চন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানেন নিশ্চয়!
আছে মনে, আজি সুপ্রভাতে তোমাতে আমাতে বন্ধু,
একবার দেখা হয়েছিল স্বরাষ্ট্রের সীমান্ত প্রদেশে!

সোম। আছে মনে!

চন্দ্র। আছে মনে, মত্ত তুরঙ্গম তব
অসংযত চরণ চাপণে
দীনহীন কৃষকের শস্যক্ষেত্র করি বিদলিত
চলেছিল বিপুল উল্লাসে।
দূর হতে নেহারিয়া পৌরুষ তোমার
রক্ষিবারে কৃষকের স্বর্ণ শস্যদল
ত্বরিতে ছুটিয়া আসি
অশ্ববল্গা লইনু কাড়িয়া;

দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত লাজনত শিরে,
ভগ্ন অসি রাখি পদতলে
মহাবীর করিলে প্রয়াণ!
হে বন্ধু! আছে ত মনে?

সোম। আছে মনে; যতদিন রহিব জীবিত
সেই অপমান রবে জলন্ত স্মরণে!
অসতর্ক অবসরে সেনাপতি সোমদত্তে করি পরাজিত
পৌরুষ গরবে স্ফীত হে দর্পী যুবক,—
পরিচয় জান কি নিজের?

চণ্ড। পরিচয়!

সোম। ইন্দ্রদ্যুম্ন জনক তোমার?
উচ্চ কণ্ঠে কর তুমি জন্মের গৌরব?
নিজ পিতৃ পরিচয় জানে না যে জন,
সেই লজ্জাহীন আসে অপরেরে ব্যঙ্গ করিবারে!

চন্দ্র। কি! কি বলিলে!

চণ্ড। কি বলিছ সোমদত্ত—এ যুবক—

সোম। কহি সত্য...
এ যুবক নহে কভু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার তনয়;
সন্তান বাৎসল্যে রাজা শুধু মাত্র করেছে পালন।

চন্দ্র। স্তব্ধ হও, পুনঃ যদি হেন কথা কর উচ্চারণ,
শির তব স্কন্ধচ্যুত হবে।

চণ্ড। সোমদত্ত—সোমদত্ত—

সোম। আহত আক্রোশে আমি গিয়াছিনু সুরাষ্ট্র নগরে
জানিবারে বলদর্পী কে ওই যুবক!

গুপ্ত ইতিহাস ওর জানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন—
জানে মহারাণী, আর শুধু জানে একজন—
সে আমারই বাল্যবন্ধু ব্রহ্মদত্ত সুরাষ্ট্র সেনানী।
ব্রহ্মদত্ত নিজে মোরে বলেছে গোপনে,
চন্দ্রহাস ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতির পালিত নন্দন।

চন্দ্র। আবার! মিথ্যাবাদী প্রতারক!

সুমিত্র। ক্ষান্ত হও···ক্ষান্ত হও মতিমান!
ব্রহ্মদত্ত কি কারণ কবে মিথ্যাকথা!
ভেবে দেখ...বুঝে দেখ—

চন্দ্র। থাক! কিছু আমি চাহিনা বুঝিতে!
উন্মাদের পুরীমাঝে এসেছি নিশ্চয়;
রাজা, প্রজা, মন্ত্রী, সেনাপতি—
এ রাজ্যের সকলে উন্মাদ!
কি আশ্চর্য্য! কহে কিনা,
ইন্দ্রদ্যুম্ন নহে পিতা মম।
আশৈশব বক্ষে তুলি অযাচিত স্নেহে—
করিলেন যে জন পালন,
জামদগ্ন গুরু সম
ধনুর্ব্বেদে যিনি মোরে করিলেন অজেয় ধরায়—
সেই নর শ্রেষ্ঠ নন জনক আমার!

সুমিত্র। বীরবর!

চন্দ্র। আর···আর মোর জননী সুনন্দা!
বাৎসল্য অমৃত রসে বিগলিত দুটী সুধাধার···
ব্যগ্রবাহু করিয়া প্রসার—

রোমাঞ্চিত আলিঙ্গণে বক্ষে তুলি যেবা
অজস্র চুম্বন ছলে প্রতিক্ষণে করে আশীর্ব্বাদ—
সেই নারী শিরোমণি নহে জননী আমার !
অধিক কি আর কব—
এই স্নেহ যদি মিথ্যা হয়···এই স্নেহে
লুকায়িত থাকে যদি বিন্দু প্রবঞ্চনা···
যদি থাকে কিছুমাত্র মিথ্যা অভিনয়···
জানিও নিশ্চয়—
ব্রজের নয়নানন্দ গোপালের তরে
যশোমতী জননীর অবারিত স্নেহ—
সেও তবে শুধু অভিনয়...শুধু প্রবঞ্চনা !

সোম। স্নেহদান সে তো শুধু করুণা তাদের !
বনের বিহঙ্গে সন্তান বাৎসল্য দিয়ে পালে কত জনে ;
সেই মত ইন্দ্রদ্যুম্ন, সুনন্দার স্নেহপুষ্ট তুমি।
রাজভোগে হয়েছ বর্দ্ধিত,
কুল, শীল, গোত্রহীন পথের ভিক্ষুক।

চন্দ্র। ভিক্ষুক ! (অস্ত্রাঘাত ও সোমদত্তের প্রতিঘাত)

চণ্ড। সোমদত্ত—সোমদত্ত !

সোম। মার্জ্জনা প্রার্থনা করি—
আত্মরক্ষা তরে শুধু—

চণ্ড। রহ অন্তরালে !

(সোমদত্তের প্রস্থান)

শুন চন্দ্রহাস, তোমার মুখের কথা,
দৃঢ় কণ্ঠস্বরে, যদিও অন্তরে মোর নাহিক সংশয়,

সত্য সত্য ইন্দ্রদ্যুম্ন জনক তোমার—
তবুও যেহেতু, সোমদত্ত আনিয়াছে
অন্যবিধ পরিচয় তব,
তাই কহি, লোক তৃপ্তি লাগি
যাও তুমি সুরাষ্ট্র নগরে।
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নে সত্য পরিচয় তব করহ জিজ্ঞাসা—

চন্দ্র। জিজ্ঞাসিব জনকেরে আমি তাঁর পুত্র নহি কিনা!

চণ্ড। রাখ অনুরোধ, পরিচয় সত্য হলে,
ইন্দ্রদ্যুম্ন নন্দনে তখন
ব্যগ্র আলিঙ্গন দিয়া বক্ষে তুলি লব।
যাও বৎস, প্রজাগণ, পুরবাসিগণ,
সবাকার সন্দেহ নাশিতে,
ইন্দ্রদ্যুম্নে পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া এসো—

(প্রস্থান)

চন্দ্র। উত্তম! তাই হোক তবে, (প্রস্থানোদ্যত)

সুমিত্র। হে বান্ধব, পুনঃ যেন পাই দেখা—
জয়দীপ্ত আনন্দ উৎসবে!
বিশ্বনাথ মহেশ্বর তোমার কামনা যেন করেন সফল।

চন্দ্র। চিন্তা ত্যাজ হে রাজন,
যাত্রা মোর হবে না বিফল!
স্থির সত্য নিজে জানি,
মুক্ত কণ্ঠে কহি পুনর্ব্বার—
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন জন্মদাতা জনক আমার।

(প্রস্থান)

সুমিত্র প্রস্থানোদ্যত, চণ্ডভার্গব ও সোম-
দত্তের পুনঃ প্রবেশ···সুমিত্র ফিরিল।

চণ্ড। সেনাপতি সোমদত্ত,
সৈন্যদল তব সত্বর প্রস্তুত কর,
জ্ঞান হয়, ছদ্মবেশে গুপ্তশত্রু এসেছে নগরে।

সুমিত্র। গুপ্তশত্রু!

সোম। সহস্র সজাগ সেনা রাত্রিদিন রক্ষা করে নগর দুয়ার,
তা সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে
কোথা হতে কোন ছদ্মবেশ লয়ে গুপ্ত শত্রু এল ?

চণ্ড। আসিয়াছে গুপ্ত শত্রু সম্মোহন মূরতি ধরিয়া।
রূপের প্রভায় তার যাদুকর সম
সম্মোহিত করিয়াছে প্রহরী, নগররক্ষী, নগর নায়কে !
কেহ তারে পারনি চিনিতে,
শুধু এই তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটী—
সর্ব্ব মায়াজাল তার ভেদ করিয়াছে,
অনুমানি, আমি শুধু জানিয়াছি পরিচয় তার।

সোম। মহাভাগ !

চণ্ড। বিলম্ব নহেক আর,
সর্ব্ব সৈন্য অস্ত্রে বর্ম্মে করিয়া সজ্জিত
রহ মোর আজ্ঞা অপেক্ষায়।
মনে রেখো, যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমিতে পারে তারা !
বিদ্রোহ করিতে পারে নাগরিক,
সামন্ত মণ্ডলী ! খুব সাবধান। ...

সোম। যথা আজ্ঞা দেব—

(প্রস্থান)

সুমিত্র। পিতা, বাক্য তব বুঝিতে না পারি ;
কে সে গুপ্ত শত্রু ! কি কারণ—
প্রজাগণ, সামন্তমণ্ডলে বিপ্লব আশঙ্কা তুমি করিতেছ পিতা !

চণ্ড। এবে নহে, ধীরে ধীরে বুঝিবে সকলি।
কিন্তু ভাবি, সত্য কি এ সন্দেহ আমার !
কেন, কেন মনে জাগিল এ দারুণ সংশয় !

সুমিত্র। পিতা !

চণ্ড। বিংশতি বৎসর কাল হয়েছে বিগত,
সে তখন তিন বৎসরের শিশু !
বালকেরে কৌশলে লুকায়ে আনিলাম নিবিড় কাননে,
তারপর বিশ্বস্ত ঘাতক-খড়্গে রক্তের তর্পণ—

সুমিত্র। পিতা, পিতা—

চণ্ড। হ্যাঁ...দেখিয়াছি, তপ্ত রক্ত এনেছিল ভৈরব জহ্লাদ...
নিজ চক্ষে রক্ত দেখিয়াছি !
তবে কেন আতঙ্ক আমার !
কেন দেখি মৃত জনে জীবিত আবার !
একি তবে দৈবী মায়া ?
মৃত শিশু পুনর্ব্বার লভিল জীবন !

সুমিত্র। কার কথা বলিতেছ পিতা !
কে সে মৃত...পুনর্ব্বার লভিল জীবন !

চণ্ড। চুপ, শত্রু যত কাণ পেতে রয়েছে বাতাসে !
পুত্র, সাবধানে থেকো তুমি ভগিনীরে লয়ে,
আমি যাই, করে আসি যাত্রা আয়োজন।

সুমিত্র। কোথা যাবে পিতা !

চণ্ড। বহুদূরে ! সম্মুখে গর্জ্জিছে সিন্ধু তরঙ্গ সঙ্কুল,
সে সাগর উত্তরিয়া দেখিব নন্দন,
জীবন-অমৃত পাই...কিম্বা সেথা পাই পুত্র,
মৃত্যু-হলাহল।

[প্রস্থান]

সুমিত্র। বিচিত্র রহস্য ঘেরা ইঙ্গিত পিতার !
কে করিবে সমাধান !
কে আমারে বলে দেবে কি অর্থ ইহার ?

[অলকনন্দার প্রবেশ]

অলক। আমি বলে দিতে পারি।

সুমিত্র। কে ! দেবী অলকনন্দা !
সত্য তুমি এসেছ জননী !
এতক্ষণে বুঝিলাম, চন্দ্রহাসে
কোন্ দেবী দেখা দিল মৃগয়ার কালে !

অলক। সুমিত্র !

সুমিত্র। যে হোক সে হোক,
উৎকণ্ঠিত চিত্ত মোর সংশয় আকুল ;
জান কি...জান কি দেবি,
কি কারণ বিচলিত পিতা !

অলক। জানিলেই সব কথা বলা যায় বুঝি !

সুমিত্র। উৎকণ্ঠা...সংশয় বড়...

অলক। সংশয়, উৎকণ্ঠা সব সাঙ্গ হয়ে যায়...
এক কার্য্য কর যদি তুমি।

সুমিত্র। কি সে কার্য্য বল দেবি !

অলক। পারিবে করিতে ?

সুমিত্র। তব অভিপ্রেত হলে নিশ্চয় পারিব।
কহ মোরে...কি করিতে হবে ?

অলক। সুমিত্র ! আর কিছু নাহি চাই,
শুধু বলি, পরিত্যাগ কর তুমি রাজসিংহাসন।

সুমিত্র। সিংহাসন !

অলক। চারিদিকে ষড়যন্ত্র···শুধু পাপাচার···
সিংহাসন লক্ষ্য করি কুটিল চক্রান্ত জাল
জনে জনে করিছে বিস্তার ! মম অনুরোধ...
রাজ সিংহাসন তুমি করহ বর্জ্জন।

সুমিত্র। নর দেহে দেবী রূপে জানি মাতা তোমা ;
দেবি জ্ঞান করে তোমা এ রাজ্যের যত নরনারী !
তোমার আদেশ যদি...সিংহাসন অতি তুচ্ছ কথা,
দিতে পারি বলিদান আপন জীবন।

অলক। সুমিত্র।

সুমিত্র। কিন্তু মাতা, হেথা আর রহিব না তবে।
চল দেবি, রাজ্য ত্যজি চলে যাই
যেথা লয়ে যাবে।
রাজ কার্য্যে নগর বাহিরে যেতে
আয়োজন করিছেন পিতা ;
হয়তো বা অবিলম্বে আসিবেন হেথা।
জান ত আমার তুমি সব দুর্ব্বলতা ;
পিতা যদি দাঁড়ান সম্মুখে...করেন আদেশ···

যতই অন্যায় হোক্...হোক্ তাহা কঠোর ভীষণ,
প্রতিবাদ করিতে না পারি।

অলক। সুমিত্র।

সুমিত্র। বিলম্ব কোরো না আর,
এই দণ্ডে নিয়ে চল পুরীর বাহিরে,
শীঘ্র চল !

অলক। এসো তবে !

[চণ্ডভার্গবের প্রবেশ]

চণ্ড। সুমিত্র ! (অলকনন্দাকে দেখিয়া) একি ! তুই !
চণ্ডালিনী !

সুমিত্র। পিতা, পিতা !

চণ্ড। কুল-অধিষ্ঠাত্রী দেবী
বন মাঝে মহামায়া চণ্ডিকা মন্দির ;
সেথা তোরে দেখিতাম
ছায়া সম রাত্রিদিন করিতে ভ্রমণ।
দেবীর তৃপ্তির হেতু নিত্য মোর ছাগ বলি হয়—
সেই বলিদানে তুই দিয়েছিলি বাধা ;
তাই তোরে বহিষ্কার করিলাম মন্দির হইতে।
আজ তোর একি দুঃসাহস—
আমার প্রাসাদ মাঝে করিলি প্রবেশ !

অলক। কি করিব ! রুদ্ধ করিয়াছ তুমি মন্দির দুয়ার,
প্রাসাদে এসেছি তাই আশ্রয় কারণ।
আমারে আশ্রয় দাও···গৃহহারা কাঙ্গালিনী আমি...
পুরী মাঝে দেহ শুধু এতটুকু ঠাঁই !

চণ্ড। মম গৃহে চণ্ডালিনী লভিবে আশ্রয় !

সুমিত্র। পিতা, মিনতি আমার...
দেবীরে বোলো না তুমি হীন চণ্ডালিনী !
করিও না অপমান ওরে !
রুষ্টা হলে মহাদেবী—
সর্ব্বনাশ হবে।

চণ্ড। দেবী— !
আচার বিহীনা দীনা ঘৃণ্যা চণ্ডালিনী...
পথে পথে ফেরে নিত্য দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে...
প্রতিদিন বাধা দেয় ছাগ বলি চণ্ডীকা পূজায়—
তারে আমি কব দেবী !
মতিচ্ছন্ন রে সুমিত্র, কোথা হেথা দেবী !

অলক। কেবা দেবী ! কৃপাপ্রার্থী ভিখারিণী আমি।
এ পুরীতে নাহি দাও ঠাঁই—
তব পাশে শেষ ভিক্ষা চাই—
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও মোরে ঐ সুমিত্র কুমারে !

চণ্ড। স্তব্ধ হ রে মায়াবিনী চণ্ডাল নন্দিনী !
একমাত্র পুত্রে মোর কেড়ে নিতে এসেছ রাক্ষসী !
দূর হ এ প্রাসাদ হইতে !

সুমিত্র। পিতা...পিতা, পায়ে ধরি...

[পদধারণ]

চণ্ড। সুমিত্র !

অলক। ওঠো...ওঠো তরুণ কুমার—

চণ্ড। এখনো দাঁড়ায়ে! নিজে যাবে...
কিম্বা কষাঘাতে বিতাড়িত করিতে হইবে ?
কে আছিস্—

অলক। থাক পিতা, রক্ষীদলে ডাকিতে হবেনা.;
আপনি ত্যজিনু আমি তব পুরী চিরদিন তরে।

[প্রস্থান]

সুমিত্র। দেবী অলকনন্দা! দেবী—

চণ্ড। সুমিত্র!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুরাষ্ট্র নগরের প্রাসাদ লগ্ন অলিন্দ।

(ভিখারিণীর গীত)

ওরে আয়, নন্দ দুলাল, ফিরে আয় ফিরে আয়।
কোথা নীলমণি, নয়নের মণি,
কাঁদায়ো না যশোদায় ॥
নিতি পরভাতে যমুনার তটে
গোধন চরাতে যায়
লয়ে যত ধেনু ফুকারিয়া বেণু
ঘরে এসে ডাকে মায়।
ঘিরি চারি ধার নামে আঁধিয়ার
ঝরে অবিরল বাদলের ধার
ভয়ে কাঁপে হিয়া বল রাখালিয়া,
গোপাল গেল কোথায় ॥

রাণী সুনন্দা আসিয়া গান শুনিতেছিলেন ও চক্ষু মুছিতেছিলেন।

ভিখা। হ্যাঁ মা, তুমি কাঁদছ! কাঁদ মা, কাঁদ...কিশোর গোপালকে হারিয়ে যশোমতী মা একদিন অমনি কেঁদেছিলেন। সেই যশোমতীর দুঃখে বনের পশু পাখী কাঁদে, তুমি কাঁদবেনা—

সুনন্দা। আমি...আমি আমার সন্তান হারিয়েছি—

ভিখা। গোপালকে হারিয়েছ!

সুনন্দা। না...একি অমঙ্গল কথা বলছি! হারাইনি তো...এখুনি ফিরে আসবে—

ভিখা। বৃথা মনকে প্রবোধ দিস মা! হারানো মাণিক কি আর ফিরে আসে?

সুনন্দা। চুপ কর...কে তুই অলক্ষণা ভিখারিণী! চলে যা—চলে যা—

(ভিখারিণীর প্রস্থান)

সুনন্দা। অন্তর্য্যামী ভগবান! ফিরে দাও···
ফিরে দাও সন্তানে আমার!
দুঃখিনীরে হয়ো না নির্দয়—

(ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

ইন্দ্র। সুনন্দা—

সুনন্দা। মহারাজ! কোথা চন্দ্রহাস মোর? পেয়েছ সংবাদ!

ইন্দ্র। পেয়েছি সংবাদ রাণী, উতলা হোয়োনা!
মৃগয়া কারণে পুত্র পশেছিল গহন কাননে।
বলদৃপ্ত চঞ্চল বালক ..বায়ু সম ক্ষীপ্র গতি তার,
সহচর রক্ষীদলে বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া—
মৃগ অন্বেষণে চন্দ্রহাস ঘন বনে করিল প্রবেশ,
তারপর হতে কেহ তার পায়নি উদ্দেশ!

সুনন্দা। কি হবে···কি হবে তবে—

ইন্দ্র। অন্বেষিতে তারে দিকে দিকে অশ্বারোহী করেছি প্রেরণ,
ক্রীড়ামত্ত চঞ্চল স্বভাব...হয়তো বা ছুটিতেছে
অবিরাম মৃগের পশ্চাতে, দিন গেল···রাত্রি নেমে এলো—
এতটুকু জ্ঞান নাহি তার!
ভাবিও না তবু রাণি! মৃগয়া হইলে শেষ
তোমারে যখনি তার পড়িবে স্মরণে

সে কি আর তিলমাত্র রহিবে কাননে ?
ছুটিয়া আসিবে পুত্র সেই দণ্ডে তোমার নিকটে—

সুনন্দা। তাই হোক্—তোমার মুখের কথা
বিশ্বনাথ করুন সফল ;
চন্দ্রহাস ত্বরা করি আসুক ফিরিয়া—

ইন্দ্র। রাণি—

সুনন্দা। বক্ষের মাণিক মোর...ননীর পুতলী—
সারাদিন কিছু খায় নাই ; হয়তো বা একবিন্দু জল তার—
ওষ্ঠে পড়ে নাই ! বিষণ্ণ মুরতি তার চোখে ভাসে যেন...
কণ্ঠ স্বর শুনি বুঝি কাণে ! ঐ ঐ বুঝি চন্দ্রহাস—
মা মা বলি ডাকিছে আমারে !

ইন্দ্র। কোথা চন্দ্রহাস রাণি ! কে ডাকে কোথায় !

সুনন্দা। হঁ্যা ডাকে ! প্রভু, শীঘ্র যাও, নিয়ে এসো—
মোর চন্দ্রহাসে !
(নেপথ্যে চন্দ্রহাস) মা—মা—

সুনন্দা। চন্দ্রহাস—

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ)

চন্দ্র। মা, মা, জননী আমার, এইতো এসেছি আমি
তব বক্ষ মাঝে—এ কি মাগো...
তবু তোর চোখে কেন জল !

সুনন্দা। না ··কাঁদিনি তো আমি—
কোথা ছিলি···কোথা ছিলি রে দুরন্ত, আমারে ছাড়িয়া ?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ, কুতূহল নগরের মহামন্ত্রী চাহেন সাক্ষাৎ—

চন্দ্র। মহামন্ত্রী! কে সে পিতা!

ইন্দ্র। চণ্ডভার্গবের আগমন হেথা! বুঝিতে না পারি
অকস্মাৎ কি বা প্রয়োজন—

প্রতি। কি বলিব তাঁকে—

ইন্দ্র। লয়ে এস হেথা।

(প্রহরীর প্রস্থান)

সুনন্দা। আয় পুত্র, সারাদিন অনাহারে রয়েছিস তুই—
আয়...সাথে আয় মোর—

চন্দ্র। যাও মাতা, আসিতেছি পশ্চাতে তোমার!

সুনন্দা। চন্দ্রহাস—

ইন্দ্র। যাও পুত্র, সারাদিন গেছে বনবাসে...

চন্দ্র। কৌতূহল হল চিতে দেখিতে মন্ত্রীরে—
যাও মাগো, সত্য কহি, অবিলম্বে আসিতেছি
জননীর প্রসাদ লইতে।

(সুনন্দার প্রস্থান)

(চণ্ডভার্গবের প্রবেশ)

ইন্দ্র। সুস্বাগত হে মহাসচীব, তব আগমনে
দীন গৃহ ধন্য হল আজি!
জানিতে কি পারি মতিমান,
কি কারণ অকস্মাৎ হেথা তব শুভ পদার্পণ?

চণ্ড। শোন রাজা, পুত্র তব চন্দ্রহাস—
গিয়েছিল কুতূহল পুরে!

ইন্দ্র। কুতূহলপুরে—

চন্দ্র। সত্য পিতা—

চণ্ড। দিব্যকান্তি নেহারি ইহার,
মুগ্ধ যত পুরজন...মুগ্ধচিত আমি।
দেখিয়া কুমারে...না জানি সহসা
কোথা হতে সীমাহীন বাৎসল্যের হইল সঞ্চার!
কি কব রাজন! কি সে প্রীতি···কি সে আকর্ষণ—
অন্তরে জাগিল ঐ বালক কারণ
জানেন সে অন্তর্য্যামী শুধু!
রহিতে নারিনু গৃহে;
পুনরায় প্রাণভরে দেখিতে ইহারে
তবগৃহে আতিথ্য লইনু! হে ধীমান,—
অতি সুলক্ষণযুত নন্দন তোমার,
দেব বরে হেন পুত্র লভিয়াছ বুঝি?

ইন্দ্র। সত্য কথা বলেছ সচীব,
চন্দ্রহাস সত্য সত্য দেবতার দান!
দেব আশীর্ব্বাদে
হেন পুত্ররত্ন মোর গৃহ আলো করে।

চণ্ড। দেবতার দান! দেব বরে লভেছ নন্দন!
শুনিলে তো চন্দ্রহাস, 'দেববরে'!
কোথা হতে এই পুত্র লভিয়াছ রাজা?—

ইন্দ্র। মন্ত্রীবর—

চণ্ড। বল, কোথা হতে লভিয়াছ?
সুধাও...সুধাও ত্বরা···নীরব কি হেতু—
জনকেরে সেই প্রশ্ন করহ জিজ্ঞাসা?

চন্দ্র। প্রশ্ন! এতক্ষণে বুঝিলাম আগমন কারণ তোমার!
শোনো পিতা, শোনো এক অপূর্ব্ব আখ্যান—
মোর ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত যারা
রটায় তাহারা এক বিচিত্র কাহিনী।
মন্ত্রীবরে বলিয়াছে তারা—
তুমি নাকি জন্মদাতা পিতা নহ মোর,
জননী স্থনন্দা মোর নহেন জননী!
পালন করেছ শুধু চন্দ্রহাসে সন্তান সমান।

ইন্দ্র। কি!

চণ্ড। এ কি রাজা,—অকস্মাৎ কি কারণ উঠিলে কাঁপিয়া—

ইন্দ্র। না না...কে কাঁপে কোথায়!—
আয় পুত্র, আয় চন্দ্রহাস, বায়ু বহে বিষাক্ত হেথায়;
গৃহ মাঝে আয় তোর মাতার নিকটে—

চন্দ্র। পিতা—

ইন্দ্র। কথা নয়, কথা নয়, শীঘ্র চলে আয়! (প্রস্থানোদ্যত)

চণ্ড। দাঁড়াও রাজন—
দাঁড়াও হে পিতৃগর্ব্বী যুবা চন্দ্রহাস!
সুরাষ্ট্রে এসেছি আমি তোমাদের সত্য সত্য স্বরূপ জানিতে;
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন,—
চিরদিন ধর্ম্মনিষ্ঠ তুমি, সত্য ভাষে কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন,
স্পষ্ট করি বল নিজে চন্দ্রহাস জন্মদাতা তুমি—
সত্যের নির্ণয় করি
নিজ রাজ্যে ফিরে যাই নিশ্চিন্ত হইয়া।

চন্দ্র। বলো পিতা, তাই বলো,

এ ভ্রমের মূলোচ্ছেদ করো—।
স্বার্থান্বেষী নিন্দুকের কলকণ্ঠ তুমি
চিরতরে শুদ্ধ করে দাও।
বল পিতা, থেকোনা নীরব—

ইন্দ্র। ইষ্টদেব! এ কি মহা সমস্যায় ফেলিলে আমারে?
একি তব অকরুণ কঠোর পরীক্ষা!
শক্তি দাও...সত্য প্রচারিতে!

চন্দ্র। পিতা, পিতা, একি অধীরতা তব?
অকস্মাৎ সর্ব্বদেহ কাঁপে থর থর—
কণ্ঠস্বরে অশ্রুর কল্লোল,
তবে কি···তবে কি পিতা—

ইন্দ্র। পুত্র—

চন্দ্র। কহ···সত্য করি কহ পিতা, তোমার চাঞ্চল্য হেরি
অন্তরে জেগেছে মোর দারুণ সংশয়!
শীঘ্রগতি কহ মোরে
তোমার আমার কি বা সত্য পরিচয়! পিতা!
(ইন্দ্রদ্যুম্ন নীরব)
আরাধ্য দেবতা সেই বিশ্বনাথ শঙ্করের রহিল শপথ—
শীঘ্র কহ...তুমি মোর জন্মদাতা পিতা!

ইন্দ্র। না...নহি জন্মদাতা।—

চন্দ্র। নহ জন্মদাতা!
কে···কে সে তবে জন্মদাতা মোর!

ইন্দ্র। শোনো পুত্র, আর করিব না কিছু গোপন তোমারে!
জেনেছ যদ্যপি পুত্র, একে একে জানাব সকল!

চন্দ্র। বল—

ইন্দ্র। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এক নদীতীরে—
বনভূমি মাঝে তোমা পেয়েছি কুড়ায়ে—

চণ্ড। কোন বনভূমে ?

ইন্দ্র। কাবেরী নদীর তীরে—

চণ্ড। কাবেরী নদীর তীরে ! কাবেরীর তীরে !

ইন্দ্র। তুমি ছিলে ক্ষুদ্র শিশু—
ওষ্ঠে তব মাখা ছিল শতচন্দ্র বিগলিত হাসি—
চন্দ্রহাস নাম তাই রাখিনু তোমার !

চন্দ্র। আগে কহ, কোন জন জন্মদাতা মোর ?

ইন্দ্র। বলেছি ত, বন মাঝে পেয়েছি কুড়ায়ে—
জন্মদাতা কেবা নাহি জানি—

চন্দ্র। নাহি জানো !

ইন্দ্র। কি হবে সে পরিচয় জানি ?
আয়...আয় পুত্র, বুকে আয় মোর—

চন্দ্র। না—না, ছেড়ে দাও...যেতে দাও মোরে—

ইন্দ্র। চন্দ্রহাস ! কোথা যাবি
অভিমানী উন্মাদ সন্তান !
কিসের অভাব তোর ? রাজ্য ধন অতুল সম্পদ—
আছে মোর বুক ভরা স্নেহ ! সেই স্নেহ-আবরণে
তোরে পুত্র, রাত্রিদিন রাখিব ঘিরিয়া,
কোন দুঃখ স্পর্শিতে না দিব।

চন্দ্র। কেন...কেন লব করুণা তোমার ?
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?

বিরাট এ স্বরাষ্ট্রের মহামান্য অধিশ্বর তুমি !
আর আমি— পিতৃ পরিচয়হীন
বিশ্বের ঘৃণিত এক পথের ভিক্ষুক !

ইন্দ্র। চন্দ্রহাস !

চন্দ্র। বলিতে কি পার মহারাজ, বন হতে
কেন মোরে এনেছিলে রাজার প্রাসাদে—
বিংশতি বৎসর কাল করিয়া পালন
ছেড়ে দিতে অসহায় বিশ্বের মাঝারে !
নির্ম্মম নিষ্ঠুর !
জাননা কি, এর চেয়ে মৃত্যু মোর—
সে যে ছিল শতগুণে ভাল।

ইন্দ্র। চন্দ্রহাস ! কর মোরে তিরস্কার...যত সাধ—
কর মোরে কঠোর ভৎসনা,
তবু মোর গৃহে থাক্ ;
প্রাণাধিক, তুই গেলে বাঁচিব না মোরা।—

চন্দ্র। পিতা, বক্ষে মোর সহস্র শিখায় জলে তীব্র কালানল,
হারিয়েছি হিতাহিত জ্ঞান !
কর ক্ষমা, রূঢ় বাক্য বলেছি তোমারে ।
বিদায় চরণে পিতা,
বাধা দিতে চেয়োনা এখন ; অতি তীব্র আকর্ষণ—
টানে মোর সম্মুখে রহিয়া—
সকল ইন্দ্রিয় কাঁদে
উর্দ্ধশ্বাসে করি হাহাকার
কোথা পিতা, কোথা আছে জননী আমার—

সেই পরিচয় লাগি
বিশ্বের অনন্ত পথে চলিনু ছুটিয়া—

(প্রস্থানোদ্যত

চণ্ড। দাঁড়াও যুবক ! সারা পৃথ্বী অন্বেষিয়া
সত্য পরিচয় তব—
নারিবে জানিতে ! জন্ম ইতিহাস তব—
দুর্জ্ঞেয় রহস্য মাঝে রয়েছে আবৃত ;
সমাধান তার—
একমাত্র আয়ত্তে আমার !

চন্দ্র।
ইন্দ্র। } তোমার !

চণ্ড। হাঁ, আমার···আমার আয়ত্বে শুধু—
একমাত্র আমি জানি
কে তোমার জন্মদাতা পিতা—

চন্দ্র। কে ! শীঘ্র কহ ?

চণ্ড। বলিব—কিন্তু তার পূর্ব্বে
একটী আদেশ মোর—
পালিতে হইবে।

চন্দ্র। বল···বল ত্বরা···যে আদেশ—
যে আজ্ঞা করিবে মোরে করিব পালন।
হলে প্রয়োজন...এই বক্ষঃদীর্ণ করি—
রক্ত সিক্ত হৃদিপিণ্ড দিব উপহার—
আগে তুমি কহ মন্ত্রী, পিতা কে আমার ?

চণ্ড। অধীর হয়োনা যুবা! অধীর হইলে—
নাহি পাবে পিতৃ পরিচয়! শোনো চন্দ্রহাস,
এই লিপি করহ গ্রহণ। পত্রের বাহক হয়ে—
অবিলম্বে চলে যাও কুতূহলপুরে—
দিবে লিপি সুমিত্র কুমারে।
সাবধান...অন্য জনে দেখায়োনা ইহা!
সুমিত্র ব্যতীত আর কেহ লিপিকার
একবর্ণ করে যদি পাঠ—
পিতৃ পরিচয় আশা চিরতরে লুপ্ত হবে জেনো—

চন্দ্র। কিন্তু লিপিদান করিলে তাহারে
পিতৃ পরিচয় মম পাবো তো নিশ্চয়?

চণ্ড। নিশ্চয়! জীবনের সর্ব্বসাধ তব—
এইলিপি করিবে পূরণ—

চন্দ্র। দাও...দাও তবে লিপি মন্ত্রীবর—

ইন্দ্র। না...না, সরে আয় চন্দ্রহাস,
দেখ চেয়ে, মন্ত্রীর নয়ন মাঝে জ্বলে যেন নরক আগুণ!
জ্ঞান হয়, অভিশপ্ত ও লিপি নিশ্চয়—
ছুঁস্‌নে উহারে পুত্র, সরে আয় তুই—

চন্দ্র। কভু নহে...বাধা মোরে দিওনা এখন—

ইন্দ্র। চন্দ্রহাস—

চন্দ্র। পিতৃ পরিচয় লাগি চলিয়াছে অভাগা বালক!
মৃত্যু যদি বাধা হয় মৃত্যুরে লঙ্ঘিব। (পত্র গ্রহণ ও প্রস্থান)

ইন্দ্র। চন্দ্রহাস...চন্দ্রহাস—

চণ্ড। শুভ যাত্রা করে চন্দ্রহাস...ধরিতে নারিবে তারে,
ডেকোনা পশ্চাতে।—

ইন্দ্র। নির্ম্মম নিষ্ঠুর, আতিথ্য লইতে এসে
পুত্রহারা করিলি মোদের! কি আর কহিব তোরে!
সত্য যদি চন্দ্রহাসে প্রাণ হতে প্রিয় জ্ঞানে ভালবেসে থাকি,
শোন তবে রে নির্ম্মম—
এ দারুণ শোক জ্বালা...এই মোর নিষ্পেষিত—
বক্ষঃদীর্ণ তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—
কালানল হয়ে তোরে স্পর্শিবে নিশ্চয়—
পুত্র শোকে কি বেদনা—
নিজপুত্র দিয়ে তুই বুঝিবি নিশ্চয়!

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ

[নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত...তিনটী নায়িকার প্রবেশ]

১মা। আজকে সখি, কিসের লাগি সুনীল আকাশ হতে
নেমে এলাম আমরা সবাই এই কাননের পথে ?

২য়া। তাও জাননা ! মা শিবানী অংশরূপে ধরায় এসেছেন,
কার্য্যে তাঁহার সহায় হতে আদেশ করেছেন।

৩য়া। মায়ের ছেলে চন্দ্রহাস আসবে এখানে,
তাহার পিছে শত্রুসেনা ঘুচ্ছে গোপনে ;
মায়ার খেলায় তাদের মোরা ভুলিয়ে নিয়ে যাই—

১মা। আয়না চলে, এদিক পানে আসছে কারা ভাই !

[নায়িকাদের প্রস্থান...দুইজন সৈনিকের প্রবেশ]

১ম সৈন্য। তাই তো ! মন্ত্রী মশাইয়ের হুকুম, ছোঁড়াকে বনের ভেতরে ধরে তলোয়ার দিয়ে ঘচাং করতে হবে। তা সে ছোঁড়াই বা আসতে এত দেরী কচ্ছে কেন ? তাড়াতাড়ি এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলেই তো কাজ শেষ করে ঘরের ছেলে ঘরে চলে যেতে পারি।

২য় সৈন্য। তা কতিপয় আমারও সোমত্ত বৌটা একা ঘরে রয়েছে, ভাবতেও বুকের ভেতরটা কেমন টন্ টন্ করে ওঠে ; এদিকে আবার সেই কতিপয় দেবীটীকে দেখলুম ! তিনি আবার কতিপয় গোলমাল না বাঁধান—

১ম সৈন্য। কে দেবী ?

২য় সৈন্য। সেই যে কি নাম...ওই যে কতিপয় ভৈরব জহ্লাদের মরা ছেলেটাকে যিনি কতিপয় বাঁচিয়েছেন—

১ম সৈন্য। মরা ছেলে বাঁচালেন ?

২য় সৈন্য। হ্যাঁরে...হ্যাঁ! কতিপয় ছেলেটাকে শ্মশানে নিয়ে কতিপয় চিতেয় তুলছিল ; এমন সময় কতিপয় সেই দেবী ছেলেটার মাথায় কতিপয় হাত ছোঁয়াতেই ছেলেটা তড়াক···কতিপয় তড়াক...চিতে থেকে কতিপয় তড়াক—

১ম সৈন্য। কতিপয় তড়াক !

২য় সৈন্য। ···তড়াক করে লাফিয়ে উঠল !

১ম সৈন্য। অ্যাঁ! বলিস কি ! তারপর—তারপর—

২য় সৈন্য। তারপর ভৈরব জহ্লাদ কতিপয় আনন্দে গলে গিয়ে বললে—মা, আমার কতিপয় মরা ছেলে বাঁচালে···তোমায় কি দিয়ে কতিপয় পূজা দেব ! দেবী বললেন—আজ নয় ; একদিন আমি নিজে চেয়ে নেব। বলেই...হুঁস্...কতিপয় হুঁস্... দেবী হুঁস—।

১ম সৈন্য। দেবী হুঁস !

২য় সৈন্য। ...হুঁস করে কতিপয় অন্তর্দ্ধান।

১ম সৈন্য। বলিস্ কি ! আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এমন ক্ষমতা সেই দেবীর !

২য় সৈন্য। হুঁ, কতিপয় ইচ্ছে কল্লে তিনি কিনা কর্ত্তে পারেন ! কতিপয় মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নেই; তারপর কতিপয় আমরা সেই মন্ত্রী মশাইয়ের হুকুমে কতিপয় চন্দ্রহাসকে বধ কর্ত্তে এসেছি...এ খবর পেলে দেবী যে আমাদের কতিপয় ভস্ম করে ফেলবেন—

১ম সৈন্য। তাই তো ভায়া,—কাজটা যে ভাল হল না !

২য় সৈন্য। কিন্তু কতিপয় পেছুবারও উপায় নেই, দেবীর ভয়ে পেছুলে মন্ত্রী মশাই কতিপয় শূলে চাপাবেন— !

১ম সৈন্য। কি করা যায় বল তো ?

২য় সৈন্য। আয়, কতিপয় এক কাজ করি ; আমার সঙ্গে কতিপয় এখান থেকেই সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম কর। নে…কতিপয় ভূঁয়ে শুয়ে পড় ! শুয়েছিস্ ?

১ম সৈন্য। হুঁ।

২য় সৈন্য। কতিপয় পায়ের আওয়াজ পাচ্ছিস্ ?

১ম সৈন্য। তাই তো—

২য় সৈন্য। উঠিস্‌নে…কতিপয় শুয়ে থাক ; দেবী আসছেন ! আমি কতিপয় প্রার্থনা করি—কতিপয় মাগো, একদিকে কুমীর… একদিকে বাঘ…মাঝখানে আমরা দুটী নাবালক খরগোসের বাচ্চা ! আমাদের প্রাণে মেরোনা মা ! মা—মাগো…কতিপয় মাগো ! এই যে, কতিপয় শ্রীচরণ হাতে পেয়েছি। সত্যিই কি এসেছ কতিপয় মাগো !

রাম খোকার প্রবেশ। হাতের বিরাট নোলা তুলিয়া সে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

রাম। এসেছি…তবে মা নই…আমি মায়ের ছেলে রাম খোকা।

উভয়ে। রাম খোকা !

রাম। হুঁ, মন্ত্রী মশাইয়ের হুকুমে আমিও তাকে বধ কর্ত্তে এসেছি।

১ম সৈন্য। তুমি ! হাতে বুঝি ওটা অস্ত্র ?

রাম। অস্ত্র নয়…এটী নোলা।

২য় সৈন্য। কতিপয় রাম নোলা !

রাম। তা বল্‌তে পার ; শত্রু যদি আমায় বধ কর্ত্তে আসে···তখন এই নোলাই আমায় বাঁচাবে !

২য় সৈ। কতিপয়...কি করে ?

রাম। এই নোলা মুখে পুড়ে বলব...যাও, মাকে বলে দেব কিন্তু··· মা বকবে—

উভয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ—

রাম। চুপ চুপ...অবাক কাণ্ড !

উভয়ে। কি...কি !

রাম। ঐ দেখ, একটা মেয়ে মানুষ এগিয়ে আসছে না ?

১ম সৈ। হাঁ তাইতো ! অন্ধকার বনে এমন চাঁদপানা মুখ এল কোত্থেকে ? আরে, এযে এই দিকেই আসছে !

২য় সৈ। কতিপয় আমাদের দিকে !

১ম সৈ। আরে, গা ঢাকা দে···গা ঢাকা দে ! ওটা বেহ্মদত্যি—গা ঢাকা দে—নইলে ঘাড় মট্‌কে দেবে।

উভয়ে। আর, তুমি কি করবে—

১ম সৈ। আমি পাহারা দিচ্ছি ; তোদের দিকে যাতে এগুতে না পারে তাই ওটাকে পাহারা দিচ্ছি...পালা...পালা—

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় সৈ। ঐ যে, এসে পড়েছে ! আমি কিন্তু ঠিক বুঝে নিয়েছিলুম, আমারই মত হয়তো কোন পোড়া কপালে সোয়ামী বনে বাদাড়ে পাহারা দিয়ে ফিরছে, আর ইনিও ফাঁক বুঝে কুঞ্জ-অভিসারে বেরিয়ে পড়েছেন ! বাঃ...কি ছিরি—যেন দেবকন্যে—

(১মা নায়িকার প্রবেশ)

১মা। হায় হায়...অন্ধকার বনমাঝে হারালেম পথ।
কেমনে বাহির হই ? লোক লজ্জা দিয়া বিসর্জ্জন
কেন এসেছিনু এই নিবিড় কাননে ?

১ম সৈ। (স্বগতঃ) হুঁ হুঁ, যা মনে করেছিলুম...ঠিক তাই !

১মা। মনে হয়, এই দিকে শুনেছিনু নর কণ্ঠস্বর...
কিন্তু কাহারে ত দেখিনা কোথাও !

১ম সৈ। (স্বগতঃ) ধরা দিয়ে ফেলব নাকি !

১মা। ওগো, কে আছ কোথায় ? দেখা দাও...দেখা দাও—
আমি নারী...নিতান্ত অবলা—

১ম সৈ। (স্বগতঃ) ওঃ বুকটা যেন টন্ টন্ করে উঠল !

১মা। না...নাহি কেহ বেদনার সাথী।
ফিরে যাই নিরাশ হৃদয়ে।

১ম সৈ। কোথায় যাচ্ছ ? আহাহা...কেঁদে কেদে যাচ্ছো কোথায় ?

১মা। কে ! কে তুমি !

১ম সৈ। আমি ? আমি তোমার ব্যথার সাথী। তোমার কান্না শুনে শ্রীভগবান আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন—হাত ধরে তোমায় বন থেকে বাইরে নিয়ে যেতে !

১মা। মতিমান, চলো তবে, ত্যজিও না মোরে ;
পৃথিবীতে বড় একা আমি।

১ম সৈ। আরে ছাড়ব কেন ? কিন্তু ঘরে আছেন গিন্নি—দুত্তোর গিন্নির নিকুচি কচ্ছি। চলে এসো, ফাজিল্ ছোঁড়ারা আশে পাশে ঘুচ্ছে, আবার এখুনি এসে পড়বে।

১মা। আসুন—

(উভয়ের প্রস্থান। রাম খোকা ও ২য় সৈনিকের প্রবেশ)

রাম। দেখলে ! ব্যাপারখানা দেখলে ?

২য় সৈ। তাইতো ! ছুঁড়ীকে কোনদিকে কতিপয় পাহারা দিতে নিয়ে গেল ! হায় হায়, কেন সরে পড়লুম ! আমরাও কি কতিপয় পাহারাদার নই...আমরাও কি পাহারা দিতে জানিনে কতিপয় !

রাম। জানিনে ! চল চল—দেখি, কোথায় নিয়ে গেল—

(২য়া নায়িকার প্রবেশ)

২য়া। ওগো, রক্ষা করো, রক্ষা করো...
কুসুম চয়ন তরে একা নারী এসেছিনু বনে।
অকস্মাৎ পদতলে কণ্টক বিঁধিল ;
বেদনায় প্রাণ বুঝি যায় !
রক্ষা করো করুণা নিলয়—

রাম। আহাহা, কোন পা ! কোন পা !

(পদ ধারণ)

২য় সৈ। হাতড়াও...খুব কতিপয় পা হাতড়াও। আমি ঠিক বুঝেছি, কতিপয় কাঁটা ওর পায় বেঁধেনি, সে বিঁধেছে কতিপয় বুকে।

২য়া। ছাড়ো···ছাড়ো...ছেড়ে দাও চরণ আমার।
(২য়কে) মতিমান, কেবা তুমি ? হেরিয়া তোমারে
মনে হয় তুমি যেন অতি পরিচিত—

২য় সৈ। একি যে সে পরিচয় কতিপয় সুন্দরী ! একেবারে জন্ম-জন্মান্তরের কতিপয় পরিচয়—

২য়া। আহা, কি মধুর বচন তোমার !

স্থধা যেন ঢালে দুই কাণে! এসো—
বিজনে বসিয়া দুইজনে মন স্থখে করি আলাপন—

২য় সৈ। আমার সঙ্গে কতিপয় আলাপন?

রাম। আর আমার সঙ্গে—

২য়া নায়িকা। বাপস্! কি কুচ্ছিৎ!

(উভয়ের প্রস্থান)

রাম। অ্যাঁ! চলে গেল! পা চেপে ধরে বসে রইলুম—তবু ঝামটা মেরে চলে গেল! ওকি...ও গাছটার ওখানে অত আলো কিসের! আরে বা, বা, বা, একটা নয়...দুটো নয় একেবারে ঝাঁকে ঝাঁক্! দেখি, চোখ মুদে বসে থাকি! এ ডাগোর ডাগোর চোখের দিকে তাকিয়েই তো দুটো ভড়কে গেল। এবার আর চাইছি না, চোখ বুজে তপস্যা করি। শুনেছি, তপস্যার বলে ভগবানের আসন টলে যায়···আর ও থেকে এক আধটাও এদিকে ছিটকে পড়বে না! যাই হোক, পদ্ম আঁখি এবার আর সহজে খুলছিনে।

চোখ বুজিয়া উপবেশন, নায়িকাগণের প্রবেশ।

নায়িকাদের গীত

সই লো সই, দেখনা কে ওই
নটবর তাপস মশাই,
উনি হবেন, বোধ হয় ভৃগুর শালা,
কিম্বা ভরদ্বাজের ভায়রা ভাই।

কোনো খানে নাই খুঁৎ
যেন ভাই দেবদূত !
শুনিছেন শ্রীযুত
হোঁদল কুৎকুৎ !
ভেক নিয়ে আর লাভ কি বলুন
স্বীকার কর্চ্ছি না হয় তাই
আপনি মোদের দিদিমাদের
কল্যাণীয় নাত জামাই ।

রাম । কি গাইলে ! তোমাদের দিদিমাদের নাতজামাই আমি ! তার মানে···তার মানে...আমি তোমাদের—ও হরি ! বোলোনা, বোলোনা ! আমায় অমন করে লজ্জা দিলে মাকে বলে দেব ।

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ)

চন্দ্র । নিবিড় অরণ্য ভূমি ! কোনদিকে
পথ-রেখা চিহ্ন মাত্র নাই...চলিতে চলিতে
পথ ভ্রান্তি ঘটিল কি মোর ! এ ঘোর কানন মাঝে
কে এক অলক্ষ্যচারী মায়াবিনী নারী
প্রতিক্ষণ পার্শ্বে রহি রক্ষিছে আমায় !
নিরাশ অন্তরে যবে নামে অন্ধকার,
কে যেন অমনি আসি ভুবন ভুলানো রূপে
সম্মুখে দাঁড়ায় ; অন্ধকার লীন হয়ে যায় !
কে...কে গো তুমি, মাতার মমতা লয়ে প্রতিক্ষণ

রয়েছ নিকটে ! তৃণাদপি তুচ্ছ এই জীবন আমার—
কি উদ্দেশ্য সাধিবারে রক্ষিছ জননী ?

(চন্দ্রহাসের প্রস্থান—অপর দিক হইতে প্রহরীদের পুনঃ প্রবেশ)

২য় সৈ। হায় হায়, তোরা এতক্ষণ ছিলি কোথায় ? বলি, আমার সেই কতিপয় পাহারা-দেওয়া জিনিষটাই বা গেল কোথায়—

১ম সৈ। হায় হায়, আমারও সেই দশা দাদা—

রাম। বলি, তোমরা নাকে কাঁদলে যে আমার একেবারে ভেঁউ ভেঁউ করে কেঁদে উঠতে হয় ! তোমরা পেয়েছিলে একটা... আর আমি ধরেছিলুম একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে। সব কর্পূরের মত উবে গেল !

২য় সৈ। এবার পেলে তাকে আর কতিপয় ছাড়বো না।
(একজনের হাত ধরিয়া) এমনি করে তার দুটো হাত টেনে ধরে—

(চণ্ডভার্গবের প্রবেশ)

চণ্ড। কি করিছ অপদার্থ দল !

২য় সৈ। আজ্ঞে, কতিপয় ব্যূহ রচনা করছি, ছোঁড়াকে বাগে ফেলে ধরতে হবে কিনা...তাই ব্যূহ রচনা অভ্যাস কচ্ছি—

চণ্ড। স্তব্ধ হও ! রাখ বাচালতা !
যুবক চলিয়া গেল সম্মুখের পথে...
ব্যূহ শিক্ষা করিছ এখন ?

সকলে। অ্যাঁ ! চলে গেল—

চণ্ড। ধিক...ধিক অকর্ম্মণ্য অর্ব্বাচীন দল !
সর্ব্ব আয়োজন মোর হেলাভরে পণ্ড করে দিলে !
নীচ পশু দল, পশু সম বধিব তোদের।

সকলে। রক্ষা করুন...রক্ষা করুন প্রভু—

চণ্ড। যাও সবে, বাক্য ব্যয়ে করিও না সময় হরণ।
স্মরণ রাখিও, বধিতে তাহারে, পুনর্ব্বার ব্যর্থকাম হলে···
সবাকার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

২য় সৈ। যাচ্ছি প্রভু, আপনার আদেশ এবার কিছুতেই কতিপয় পালন না করে ছাড়ছিনে! আপনি মহারাজার বাবা...আপনি আমাদেরও কতিপয় বাবা।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রাত্রিকাল...পার্ব্বত্য প্রদেশ...নায়িকাদের ময়ূর নৃত্য...অতঃপর বিষয়া ও সখী চন্দ্রার প্রবেশ।

বিষয়া। কি সুন্দর পর্ব্বত প্রদেশ!
জ্ঞান হয় বন লক্ষ্মী নিজে বুঝি
সাজালেন নীলাঞ্জন আলিম্পনে
সৌম্য এই গিরিদরী বন!
এত শোভা...এমন মাধুরী সখি, কভু দেখি নাই।

চন্দ্রা। বনানীর মাধুরীমা দেখিতে দেখিতে
ওদিকে যে রাত্রি নেমে এল
সে খবর রাখ প্রিয় সখী।

বিষয়া। রাত্রি এল—

চন্দ্রা। বন মধ্যে দেবদেব শিবের মন্দির!
সে মন্দিরে—পূজার্চ্চনা সারি
দেখা পেলে বন পথে মহাদেবী অলকনন্দার;
ইঙ্গিতে তাঁহার এসেছো এ বিজন প্রদেশে।
সৈন্য সেনা দেহ রক্ষী
বহু দূরে আছে প্রতীক্ষায়...
অজানা বিপদ কত সহসা আসিতে পারে
কে জানে সন্ধান! কাজ নাই হেথা আর,
ফিরে চল সখি!

বিষয়া। ফিরে যাবো!
হ্যাঁ তাই চল...রাত্রি নেমে এল।
কিন্তু—

চন্দ্রা। কি সখি—দাঁড়ালে কি হেতু।

বিষয়া। বলেছিল মহাদেবী এই বনে আছে প্রয়োজন।
কিন্তু কিবা সেই প্রয়োজন
কেন দেবী লয়ে এলো আমারে এখানে—
এখনও জানাতো হোলো না—

(অলকনন্দার প্রবেশ)

অলক। প্রয়োজন আজ নয়, ফিরে যাও প্রাসাদে কুমারী—

বিষয়া। দেবি—

অলক। আমি তো ভাবিয়াছিনু—
সর্ব্বকার্য্য সমাপন
করে দিব আজি রজনীতে।
কিন্তু কি করিব! পিতা তব বাধালেন
বিষম বিভ্রাট—

বিষয়া। মম পিতা! কিসের বিভ্রাট দেবি—

অলক। ইঙ্গিতে তাঁহার বনানীর প্রতি রন্ধ্রে ফিরিতেছে—
শাণিত ছুরিকা লয়ে রক্তপায়ী ঘাতক সকল।
রক্তের উৎসব মাঝে তুমি কেন অকলঙ্ক স্বর্ণ কমল?

বিষয়া। দেবি, বাক্যে তব অন্তরে সংশয়!
কাহার বধের লাগি ফিরিছে ঘাতক...
কি কারণ ভয়াবহ এই আয়োজন?

অলক। শুনিতে চেয়োনা কিছু···আশঙ্কায় হয়োনা কম্পিতা...
আমি আছি শুচীস্মীতে, আঁধারে বিভ্রান্ত জনে
আলোক দেখাতে—

বিষয়া। দেবি—

অলক। বাক্যব্যয় নহে আর···গৃহে যাও আজি—
কালি প্রাতে পুনর্ব্বার দেখা হবে
শিবের মন্দিরে। (বিষয়া প্রস্থানোদ্যতা)
ভাল কথা, শিবার্চ্চনা হেতু
কাল যখন আসিবে—
সঙ্গে এনো পুষ্পমাল্য—
আর এনো রক্তবর্ণ চীনাংশুক বস্ত্র একখানি—

বিষয়া। যথা আজ্ঞা দেবি।

(প্রস্থান)

অলক। একি! আদরে পালিত মোর
মায়া মৃগ কি হেতু পালায়!
চিত্রা! চিত্রা! তবু নাহি ফেরে!
প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন!
নিঃশঙ্ক আশ্রম মৃগ···তার প্রাণে
কেন হেন আশঙ্কা উদ্রেক!
কি ঘটিল···কে আসিল দেবীর কাননে!

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ)

চন্দ্র। দেবীর কাননে আসে
দীনহীন কৃপা প্রার্থী সন্তান তাহার—

অলক। তুমি! তোমারে দেখিয়া কেন

বনভূমে হেন চঞ্চলতা! কেন মোর
হরিণ হরিণীদল আশঙ্কায় করে পলায়ণ!
ও: অস্ত্র! দেখি— (অস্ত্র জলে ফেলিয়া দিলেন)

চন্দ্র। একি! ফেলে দিলে দেবি! অস্ত্রহীন বনপথে
একা যোদ্ধা আমি—

অলক। এযে পুণ্যধাম দেবীর কানন!
অস্ত্রধারী পুরুষের এইবনে প্রবেশ নিষেধ;
হেথা প্রবেশিতে হয়
শুধুমাত্র বুকভরা ভালবাসা নিয়ে—

চন্দ্র। দেবি—

অলক। কিন্তু সে সকল কথা যাক;
কোথা চলিয়াছ তুমি এই রাত্রিকালে?
শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ বয়াণ…
ললাটে জেগেছে যেন কত চিন্তা রেখা!
কি হয়েছে চন্দ্রহাস?

চন্দ্র। কি হয়েছে! কেমনে কহিব তোমা—
কি হয়েছে মোর! দেবী যদি হও…
অন্তরের ব্যথা মোর সবই ত বুঝিছ!
ইন্দ্রদ্যুম্ন নহে পিতা, সুনন্দা নহেন মাতা—
যেইক্ষণে শুনিনু শ্রবণে—
ক্ষুধিত তক্ষক যেন ব্রহ্ম-রন্ধ্রে করিল দংশন—
বিষের তাড়নে তার সারা দেহ হল জর্জ্জরিত।
দেবি, দেবি, তোমার চরণ লগ্ন অতি ক্ষুদ্র অই তৃণকণা—

জিজ্ঞাস উহারে···উচ্চকণ্ঠে কবে তৃণ নিজ পরিচয়—
আর আমি ?

অলক। আত্ম পরিচয় তরে হোয়োনা ব্যাকুল।
ভবানীর বর পুত্র—
বীর চন্দ্রহাস,—
মহাকার্য্য সম্মুখে তোমার।

চন্দ্র। মহাকার্য্য ! কি সে দেবি—

অলক। মহাকার্য্য অত্যাচারী দানব দমন !
প্রবলের গ্রাস হতে রক্ষিবে সতত তুমি
অসহায় অনাথ দুর্ব্বলে। তাই জেনো—
মহামায়া সর্ব্বক্ষণ রক্ষিছে তোমারে !
শক্তি পাবে, লভিবে বান্ধব, পৃথ্বীতলে
পাবে তুমি সাম্রাজ্য বিপুল !—

চন্দ্র। বিচিত্র কাহিনী দেবি !
সুরাষ্ট্রের যৌবরাজ্য এসেছি ফেলিয়া,
পথের ভিখারী আমি...পুনঃ কোথা সাম্রাজ্য লভিব !
হেন প্রলোভন কি কারণ দেখাও জননী !

অলক। প্রলোভন ! থাক আজি সে সকল কথা—
কান্ত তুমি···বস এই শীলা বেদী পরে ;
আজি রাত্রি এইখানে করহ বিশ্রাম।

চন্দ্র। বিশ্রাম ! না না···আমারে যে যেতে হবে
কুতূহলপুরে···সুমিত্রের পাশে—

অলক। আজি নহে, বাক্য ধর,
কালি প্রাতে সেথা যেও...সুফল ফলিবে !

আজি নিশা আমার আশ্রয়ে হেথা
করগে বিশ্রাম—এসো,
শয়ন করিবে এই শীলা বেদী পরে।

চন্দ্র। তাই হোক দেবি, সন্তানের ক্লান্ত চোখে
নিদ্রা দাও করুণা রূপিণী!
বিশ্বের যাতনা আর সহিতে না পারি—
মাগো···জননী আমার—

অলক। ঘুমাও···ঘুমাও তুমি একান্ত নির্ভরশীল
শিশুর সমান! এসো নিদ্রা—
নেমে এসো আঁখির পাতায়!
এ কি! অকস্মাৎ মেঘের গর্জ্জন!
চারিদিকে কি ভীষণ আঁধার ঘেরিল!
হয় অনুমান, অবিলম্বে মহাঝড় উঠিবে নিশ্চয়···
বিষয়া কি বন পথে পেয়েছে আশ্রয়!
তাহারে দেখিতে হবে···সেই সঙ্গে—
হরিণী সে চিত্রা কোথা গেল!
কোথা গেল ময়ূরী আমার!
কি করি···কেমনে যাই রক্ষিতে তাদের!
চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস, না, না, ডাকিবনা ওরে...
কিন্তু কোন প্রাণে একা ফেলে যাই!
ওগো শাল তাল তমাল হিন্তাল—
শাখা-বাহু করিয়া বিস্তার
রক্ষা কর আশ্রিত জনেরে!
পর্ব্বত নিবাসী ওগো যত জীবগণ,

জড় বা চেতন—
সকলে মিলিয়া আজি দেখ চন্দ্রহাসে ;
যতক্ষণ নাহি ফিরে আসি—
জাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা কোরো তারে—

(ছুটিয়া প্রস্থান। ঝড় জল আরম্ভ হইল, তাহার মধ্যে অলকনন্দার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"চিত্রা—চিত্রা—নীলা—নীলা" ...কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ।)

১ম সৈন্য। উঃ কি অন্ধকার। একহাত তফাতে মানুষ চেনা যায় না! কেমন করে খুঁজব তাকে!

সোমদত্ত। চুপ্ চুপ্! পাহাড়ের এই চূড়ার দিকে একটু আগে তাকে আসতে দেখেছি। পিছনে আমরা একশত অস্ত্রধারী সৈনিক··· আর সামনে রয়েছে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। সে জলস্রোত সাঁতার কেটে পার হওয়া কোন জীবিত মানুষের সাধ্য নয়। হয়, সে অন্ধকারে নদীর মধ্যে ছিটকে পড়ে প্রাণ দিয়েছে...না হয়, এখানেই কোথায়ও লুকিয়ে আছে। এসো, ভাল করে খুঁজে দেখি—

(বিদ্যুৎ ঝলকে একজন চন্দ্রহাসকে দেখিল।)

১ম সৈন্য। পেয়েছি...সেনাপতি, পেয়েছি—

(বহুসৈন্যের প্রবেশ)

সকলে। কোথায়···কোথায়—

১ম সৈন্য। ঐ যে শুয়ে—

চন্দ্র। কে—কে তোমরা—

সোম। হত্যা কর...হত্যা কর—

চন্দ্র। গুপ্তঘাতক! অস্ত্র···অস্ত্র···ওঃ! জননী, জননী,—
আমায় অস্ত্রহীন কর্লি যদি মা—
আত্মরক্ষায় শক্তি দে···শক্তি দে।

সোম। হত্যা—হত্যা—

(সৈনিকগণ অগ্রসর হইতেই সর্প দংশন করিল।)

১ম সৈন্য। ওঃ! সাপ...সাপ—

সোম। সাপ! এগিয়ে যাও···তবু এগিয়ে যাও...রক্ত···রক্ত।

(অজস্র বিদ্যুৎ জিহ্ব সর্পের তাড়না; মুষলধারে বৃষ্টি...চন্দ্রহাসের মাথায় নাগরাজের ফণা-ছত্র বিস্তার।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রভাত। শিবমন্দির সন্নিকটস্থ বন। দূরে শীর্ণধারা নদী; আকাশে নবোদিত সূর্য্য! বিষয়ার সখীরা গান গাহিতেছিল; একটুবাদে বিষয়া পুষ্পপাত্র হাতে সহচরী চন্দ্রাকে লইয়া সেখানে আসিল।

(সখীদের গীত)

রাজার কুমার, এসো এসো
এসো রূপকুমারীর দেশে।
এসো মধু-মালার গাঙ পেরিয়ে
এসো ক্ষীর সায়রের শেষে গো।
চন্দনেরি বনে যেথায় ঝুরছে মৃদুফুল
নাগকেশর আর কনক চাঁপায় বাঁধছে এলো চুল—
চম্পাবতী রূপকুমারী
যেওনা যেওনা তারে ছাড়ি
বাজাও তোমার রঙের বাঁশী এই কাননে এসে।

বিষয়া। সখি—

চন্দ্রা। এই যে রাজকন্যা!

বিষয়া। যা তোরা সকলে, মাধবী নিকুঞ্জে কর অপেক্ষা আমার।
আসিতেছি দেবার্চ্চনা সারি।

(সখীদের প্রস্থান)

বিষয়া। সখি চন্দ্রা—

চন্দ্রা। কি সখি—

বিষয়া। এখনো তো আসিল না সখি ! কিহেতু বিলম্ব এত !

চন্দ্রা। কার কথা বলিতেছ ?

বিষয়া। বলিতেছি...সেই সে সুন্দর কান্তি অপূর্ব্ব পুরুষ—

চন্দ্রা। অপূর্ব্ব পুরুষ !

বিষয়া। না...বলিতেছি কথা আমি মহাদেবী অলকনন্দার।
কালি প্রাতে বনমধ্যে করিলা আদেশ
পুষ্পমাল্য চীনাংশুক লয়ে
আসিতে এ শিবের মন্দিরে।
এনেছি সকলি সখি, দেবী তো এলোনা !
এই মাল্যবস্ত্র দিয়ে কি করিব তবে ?
নাহি জানি কোন মন্ত্রে কেমনে পূজিব আজি
দেব মহেশ্বরে।

চন্দ্রা। চিন্তা কেন সখি ! অবিলম্বে মহাদেবী আসিবে নিশ্চয়।
দেবী এলে পূজা কোরো তাঁহারি নির্দ্দেশে !
এসো সখি, বসি এই শিলাবেদী পরে। (উপবেশন)
নিভৃতে শুধাই তোমা দু'চারিটী কথা।

বিষয়া। কি কথা ?

চন্দ্রা। সখি, বলতো আমারে—
কেন এত ভাবান্তর তব ?

বিষয়া। ভাবান্তর !

চন্দ্রা। লক্ষ্য করি দেখিয়াছি, এই ভাবান্তর—
বসন্ত উৎসব দিনে ঘটেছে তোমার।

নবাগত সে যুবক মালা নিতে এলে—
একি! আবার কম্পিতা তুমি? সেদিনের স্মৃতিমাত্র...
এতটুকু কথা...তাও তোমা করে সখি, এমন চঞ্চল!
তবে কি...তবে কি সখি, বল মোরে—
লুকায়োনা কিছু—

বিষয়া। চন্দ্রা—

চন্দ্রা। যুবকেরে বাসিয়াছ ভাল?
না না, আনত কোরোনা আঁখি—
লুকায়োনা মুখ, মোর কাছে লজ্জা কি তোমার?
বল সখি,—করিয়াছ হৃদয় অর্পণ!

বিষয়া। চন্দ্রা, শ্রেষ্ঠ সখি তুই মোর।
তোরে আমি সব কথা কহি অকপটে—
আজও কিছু লুকাবোনা।

চন্দ্রা। বল সখি, বাসিয়াছ ভাল?

বিষয়া। সত্য সখি, সেই এক পলকের দেখা
ঘটায়েছে মহা সর্ব্বনাশ!
সেই দুটী মোহময় সুনীল নয়নে
নাহি জানি—কত যে না-বলা-কথা ছিল লুক্কায়িত!
জাগরণে ধ্যান মোর, নিদ্রার স্বপন,
কুমারীর কল্পনার সুদূর বিস্তার—
সর্ব্বক্ষণ...সর্ব্বকাল করিয়া বেষ্টন—
নৃত্য করি ফেরে বুঝি সেই দুটী খঞ্জন নয়ন।

চন্দ্রা। সখি—

বিষয়া। বার বার বহু চেষ্টা করিয়াছি সখি,
তবু তারে কোন মতে ভুলিতে না পারি !
আমারে বিশ্বাস কর···সত্য কহি সখি—
আমি তারে প্রাণপণে ভুলিতে চেয়েছি...
তবু কেন—

চন্দ্রা। উতলা কি হেতু তাহে সখি,—
ভালবাসা···সে তো সখি, নহে অপরাধ !

বিষয়া। নহে অপরাধ !
(বাহিরে চাহিয়া) চন্দ্রা—চন্দ্রা—

চন্দ্রা। কি ?

বিষয়া। দেখ্ দেখ্ চেয়ে...দূর নদীজলে—
আসিছে না তরী একখানা !
কি সুন্দর স্বর্ণবর্ণ তরী···রৌদ্র-করে করে ঝলমল !
তার মাঝে···ওকি কারা যাত্রী তরণীতে—

চন্দ্রা। কি বিপদ ! কোথা তরী ! এখনি কি স্বপ্ন দেখা—
সুরু হল সখি !

বিষয়া। অই...অই দেখ্...ভাল করে চেয়ে দেখ্ !

চন্দ্রা। হুঁ, খুব ভাল দেখিতেছি, স্পষ্ট দেখিতেছি—
এক জেলে মৎস্য ধরিতেছে।
ওর কথা বলিতেছ সখি !

বিষয়া। (আপন মনে)
অই...অই তরী কূলেতে ভিড়িল...
অই তারা নামে ভূমি পড়ে।
একি ! আসে এইদিকে ! চন্দ্রা—

চন্দ্রা। হায় হায়, রমণীর মন কভু নহে বিশ্বাস ভাজন।
একজনে হৃদয় অর্পিয়া···পুনঃ কিনা—
জেলের জালেতে সখি, ধরা দিতে গেলে!

বিষয়া। রহস্য রেখে দে সখি, হেথা নহে আর—
চল শীঘ্র...যাই অন্য কোথা—

(পুষ্পপাত্র ও বস্ত্র শীলাবেদীতে ফেলিয়া রাখিয়া চন্দ্রার সহিত বিষয়ার প্রস্থান।
অপর দিক হইতে অলকনন্দা ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

চন্দ্র। দেবি, বুঝিতে না পারি—
মন্দির নিকটে মোরে কিহেতু আনিলে!
কর আজ্ঞা···যাই রাজপুরে—
লিপি দিয়ে আসি রাজা সুমিত্র কুমারে।

অলক। এবে নহে!
নদী জলে স্নান সারি—
ওই যে বেদীর পরে বসন রয়েছে—
ওই রক্ত বাস পরি' আগে তুমি আসিও হেথায়।
যাও, বস্ত্র লয়ে যাও—

চন্দ্র। কিন্তু, কার বস্ত্র···কেন লব আমি!

অলক। কিছু তব জানিবার নাহি প্রয়োজন,
কর তুমি আদেশ পালন।

চন্দ্র। কিন্তু দেবি, স্নানকালে এই লিপি?
ধর ইহা হাতে—

অলক। উঁহু, কি হেতু লইব আমি! মনে নাই—
মন্ত্রীর নিকটে তুমি করেছ শপথ—
সুমিত্র ব্যতীত কারো হাতে
অই লিপি কভু নাহি দিবে!
আমি উহা স্পর্শিব না।
এক কাজ কর—
এই পুষ্প পাত্র মাঝে পুষ্প অন্তরালে
লিপি তব রাখ লুকাইয়া,
স্নান শেষে—নিও হোথা হতে—

(চন্দ্রহাস পুষ্পপাত্রে লিপি রাখিল।)

চন্দ্র। উত্তম...তাই হোক্; চলিলাম আদেশ পালিতে।
কিন্তু দেবি, ফিরে এসে পাবো তো সাক্ষাৎ?

অলক। হলে প্রয়োজন—
ডাকিতে হবে না প্রিয়;
আপনি আসিব।

(চন্দ্রহাস ও অলকনন্দার দুই-দিকে প্রস্থান। একটু পরে বিষয়ার প্রবেশ।)

(দূর হইতে চন্দ্রহাসের নদী-স্তুতি ভাসিয়া আসিল।)

বিষয়া। স্বর্ণ বর্ণ আলোক মণ্ডল মাঝে স্তব-রত তরুণ মূরতি!
অর্দ্ধ মগ্ন দেহ চারিভিতে
উচ্ছসিত নদীজল
লীলাচ্ছলে করিতেছে অজস্র চুম্বন!
জ্যোতি-দীপ্ত অই দেহ...ওই কণ্ঠ উদাত্ত মধুর

ও যেন গো নহে পৃথিবীর !
মুর্ত্তিমান বেদ মন্ত্র যেন
দেখা দিল নয়ন সম্মুখে !—

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। সখি—

বিষয়া। চন্দ্রা !

চন্দ্রা। একা কেন চলে এলে লুকায়ে হেথায় !
এতটুকু ধৈর্য্য নাহি প্রাণে ?

বিষয়া। না সখি, চিনাংশুক ; পুষ্পমাল্য ফেলে গিয়েছিনু,
আসিয়াছি তাই লয়ে যেতে।
একি ! কোথা গেল চীনাংশুক মম !

চন্দ্রা। তাইতো ! কেবা সেই মদন মোহন
করিলেন বিরহ বিধুরা এই
গোপিনীর বসন হরণ !

বিষয়া। পরিহাস নহে সখি, আশ্চর্য্য ঘটন—

চন্দ্রা। দেখ খুঁজে ভাল করে। রাখেনি তো মনোচোর
পুষ্পের আড়ালে !
একি সখি, পত্র একখানি !

বিষয়া। পত্র ! দেখি—
শিরোভাগে নামাঙ্কিত সুমিত্র কুমার ;
হস্তাক্ষর...হস্তাক্ষর পিতার বলিয়া যেন হয় অনুমান !

চন্দ্রা। তোমার পিতার লিপি...
সে কেমনে আসিবে এখানে !
কে রাখিবে পুষ্প পাত্র মাঝে।

বিষয়া। কৌতূহল...বড় কৌতূহল ! করিব কি পাঠ !

(অলকনন্দার প্রবেশ)

অলক। সুকল্যাণী—

বিষয়া। কে ! দেবী অলকনন্দা।

অলক। অন্তরালে রহ তুমি। (চন্দ্রার প্রস্থান)
কর পাঠ সুকল্যাণী ;
সঙ্কোচের নাহি অবসর।
চন্দ্রহাস এনেছে ও লিপি,
শীঘ্র তুমি কর উহা পাঠ।

বিষয়া। (লিপি পাঠ)
স্নেহের ভাজন পুত্র সুমিত্র কুমার,
চিরদিন নত শিরে তুমি মোর আজ্ঞা পালিয়াছ,
আজও জানি···নিশ্চিত পালিবে।
তবু কহি শোন পুত্র, আমি তোমা যে কথা লিখিব...
অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিবে।
শৈথিল্য করিলে ইথে জানিও সুমিত্র,
বিধাতার রুদ্র অভিশাপ
বজ্র হয়ে পড়িবে মস্তকে।...
সে কি—কেন এত উদ্বেগ পিতার !

অলক। পাঠ কর···অবিলম্বে পাঠকর লিপি।

বিষয়া। (পত্রপাঠ) যে যুবককে লিপি সহ করিনু প্রেরণ
রূপগুণ কিম্বা এর বংশ পরিচয়
কিছুমাত্র না করি বিচার—

সর্ব্ব-দ্বিধা-শূন্য হয়ে এই যুবকেরে—
একি···একি সর্ব্বনাশ !!

অলক। কি পড়িলে ! এই যুবকেরে ?...

বিষয়া। এও কি সম্ভব ! দেখিনি ত ভুল !
এইতো.. এইতো···জনকের হস্তাক্ষর !
লিখেছেন ভ্রাতারে আমার—সর্ব্ব দ্বিধা শূন্য হয়ে
এই যুবকেরে...ওঃ—
দেবি, দেবি, রক্ষা করো মহাদেবী তুমি !

অলক। কি কহিছ !
বাক্য তব কিছুই যে বুঝিতে না পারি !

বিষয়া। বুঝিতেছ...বুঝিতেছ সব ; পাষাণী হইয়া তবু
মোর মর্ম্ম নিপীড়ন দেখিছ নীরবে !
দেবি, দ্বিধা, কুণ্ঠা, সরম, সঙ্কোচ
আজ আর কিছু নাহি মোর।
সব লজ্জা এক সাথে দিছি বিসর্জ্জন।
তুমি মোর জান ত অন্তর···
দেহ মন চন্দ্রহাসে মনে মনে করিছি অর্পণ !
পিতার আদেশ বিষদান করিতে তাহারে।

অলক। বিষ দান—

বিষয়া। একান্ত বিমূঢ়া আমি হারায়েছি জ্ঞান,
তুমি রক্ষা না করিলে ডুবিব অতলে।
নীরব থেকোনা আর—
পায়ে ধরি, পায়ে ধরি তব।

অলক। ছিঃ সামান্য কারণে তুমি এমন উতলা !
মন্ত্রীবর লিখেছেন চন্দ্রহাসে কোরো বিষদান ;
লিখুন না তিনি, কি ক্ষতি তাহাতে ?
ইচ্ছা যদি হয়, অনায়াসে পার তুমি বিষের আধার
অমৃতে ভরিয়া তার অধরে ধরিতে।

বিষয়া। দেবি !—

অলক। বুঝিছনা ! ভাল করে ভেবে দেখ মনে ;
প্রতীকার পত্র মাঝে আছে লুক্কায়িত—

বিষয়া নিরবে চাহিয়া রহিল

তবু মোর মুখে চেয়ে আছ হত বাক্ ?
শুচীস্মিতে, ভুলিয়াছ পিতৃদত্ত নাম কি তোমার !

চন্দ্রা। বিষয়া।

অলক। বিষয়া ! হাঃ হাঃ হাঃ...বিষয়া বলিয়া মন্ত্রী ডাকেন তোমারে,
(নিকটে গিয়া) আমি যাই, মনে রেখো...বিষদিতে
লিখেছে সচীব...
তব নাম সুন্দরী বিষয়া।

(প্রস্থান)

বিষয়া। যেয়োনা...যেয়োনা দেবি, শুনে যাও কথা !
চলে গেল বিজলী ঝলকে !
কি করিব ! কেমনে বাঁচাব তারে !
কি আমারে মহাদেবী করিল ইঙ্গিত !

(চন্দ্রার পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্রা। সখি, চেয়ে দেখ, আসে চন্দ্রহাস,
সঙ্গে তার মহারাজ সুমিত্র কুমার।

বিষয়া। মহারাজ ! কোথা হতে আসিলেন দাদা !
এই লিপি দেখেন যদ্যপি
সর্ব্বনাশ হইবে সাধন ! চন্দ্রা...চন্দ্রা—

চন্দ্রা। কাঁদিও না সখি,
চল তবে লিপি নিয়ে যাই পলাইয়া।

বিষয়া। তাই হোক, ছিন্ন করি নদী জলে
ফেলে দিই এ নিষ্ঠুর লিপি—

) সহসা থামিয়া)

কিন্তু তাহে কি ফল ফলিবে !
পিতা মম সুনিশ্চিত করিবেন নিহত ইহারে !
তার চেয়ে দেবীর ইঙ্গিত...

(পত্র পাঠ) যুবকেরে বিষ দান করিও সত্বর !

(স্বগতঃ) বিষ—বিষয়া ! বুঝিয়াছি···বুঝিয়াছি এতক্ষণে ··
সত্য সত্য দেবী মোরে দিয়াছেন পথের সন্ধান !
মসী পাত্র আন সখি, মসীপাত্র আনো—!

চন্দ্রা। মসীপাত্র কোথা পাব বিজন কাননে !
কোথা বা লেখনী হেথা !

বিষয়া। অই...অই তারা এল চলি ! কেমনে লিখিব আমি··
কেমনে লিখিব—

চন্দ্রা। এক কার্য্য কর সখি, যাহা কিছু লিখিবারে চাও...
চোখের কাজল আছে ; লেখনী এ পত্র বৃন্ত ধর !

বিষয়া। তাই দে···তাই দে সখি—

(বিষ শব্দকে বিষয়াতে রূপান্তরিত
করিয়া পত্র রাখিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান। অপর
দিক হইতে সুমিত্র ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ।)

সুমিত্র। বুঝিয়াছি, মহা দেবী অলকনন্দার সনে
এসেছ হেথায়!

চন্দ্র। দেবী অলকনন্দা!
কিন্তু আমি তো বলিনি তোমা।

সুমিত্র। বলো নাই…তবু বুঝিয়াছি।
জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক বনভূমি
অকস্মাৎ পত্র পুষ্পে উঠেছে হাসিয়া,
তাই মনে বুঝিয়াছি…দেবী আসিয়াছেন।
রক্ষীগণ সনে এসেছিনু নগর ভ্রমণে;
ওই দূরে নদী তটে রাখিয়া সবারে
তাই আসিলাম একা দেবীরে দেখিতে।
কহ চন্দ্রহাস, কোথা দেবী?

চন্দ্র। নাহি জানি কোথা দেবী। কহিলেন মোরে—
প্রয়োজন হলে পাবো সাক্ষাৎ তাঁহার।
কুমার সুমিত্র, এইবারে মন্ত্রীদত্ত লিপি পাঠ করো;
দেহ মোরে মম পরিচয়। ধরো লিপি—

(লিপি দান)

সুমিত্র। (পত্রপাঠ)
আনন্দ—আনন্দ বার্ত্তা শোন চন্দ্রহাস,
পিতার আদেশ, বিষয়া ভগিনী তোমা করিতে অর্পণ।

চন্দ্র। বিষয়া!

সুমিত্র। বিষয়া ভগিনী মোর!
শোনো…শোনো এই পিতার লেখন—
সর্ব্ব দ্বিধা শূন্য হয়ে এই যুবকেরে

বিষয়া দান করিও সত্বর।

চন্দ্র। কিন্তু মোর পিতৃকুল-গোত্র-পরিচয়
কিছু নাহি জেনে—

সুমিত্র। পরিচয় ..নর শ্রেষ্ঠ তুমি ; অতি উচ্চবংশ মাঝে
উদ্ভব তোমার ! নিশ্চিত জানেন পিতা তব পরিচয়।
সামান্য মানব হলে—
কভু পিতা না দিতেন বিষয়া তোমারে—

চন্দ্র। কুমার সুমিত্র—

সুমিত্র। চুপ···দ্বিধা করিওনা মনে,
অযোগ্য নহেক তব ভগিনী আমার !
মূর্ত্তিমতী কল্যাণ রূপিণী
বিষয়ারে একদিন দেখিয়া নয়নে
নিজে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে !
সেই ভগ্নি অই...অই আসে সখীগণ সনে।
এসো·· এসো ভগ্নি, মন্দির প্রাঙ্গণে হের
দাঁড়াইয়া দেবতা তোমার !—

(বিষয়া ও সখির প্রবেশ)

চন্দ্র। একি ! তুমি ! সেই সে বসন্ত লক্ষ্মী !

সুমিত্র। সাক্ষ্য রাখি দেব-দেবে অদূর মন্দিরে—
বসন্ত লক্ষ্মীরে নাও
জীবনের রাজলক্ষ্মী রূপে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল—দ্বিপ্রহর

কুতূহলপুর রাজপুরীর একাংশ

ভিখারী ও ভিখারিণীর গীত

রাধা রমণ মদন মোহন ভজ গোপী বল্লভ নাগর কানাই।
রাজ বাড়ী ভোজ খাব ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাব
বোষ্টোম চলে আয় তাড়াতাড়ি যাই।
কালো সে বেগুন ভাজা সোনালি লুচি (আহা)
কালাচাঁদ সনে রাধা মিলিল বুঝি !
কৃষ্ণ কালো, বেগুন কালো ; লুচি রাধার সঙ্গে (আহা)
মানালো ভালো।
ও বোষ্টম বোষ্টমরে—
যুগল মিলন দেখবি চল পা চালিয়ে যাই।
প্রভুর সনেতে আছে শ্রীদাম সুদাম
মিহিদানা অবতার আর কালো জাম ;
লয়ে নাম মতিচুর আসিলেন অক্রুর
মরি হায় হায়রে।
প্রেমানন্দে খাবো বলে বোষ্টম আয় চলে
পরমান্ন গন্ধ ওই নাসারন্ধ্রে পাই।

(গীতান্তে প্রস্থান)

(একদল ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

১ম। যাই বল বটব্যাল, রাজা সুমিত্র কুমারকে ধন্য ধন্য করতে হয়। বোনের বিয়ে উপলক্ষে খুব খাইয়েছে ! এই ধর গিয়ে

রসগোল্লা, পানতোয়া, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, লালমোহন, নীলমোহন, কালিমোহন—

২য়। ওহে ভট্‌চাযের পো! ক্ষীরমোহন, লালমোহন ত জানি, কিন্তু নীলমোহন, কালিমোহন আবার কোন দেশী মেঠাই হে?

৩য়। ওহে, জাননা? নীলমোহন, কালিমোহন হ'ল ভট্‌চাযের কুটুম্ব…মানে গিন্নীর একেবারে সাক্ষাৎ সহোদর ভাই! আলেক সম্বন্ধীর সম্বন্ধ…হুঁ…সে সম্বন্ধ বড় মিষ্ট কিনা—তাই ভট্‌চায নীলমোহন, কালি মোহনকেও মিঠাইয়ের ফর্দে জুড়ে দিয়েছে।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ—

নেপথ্যে ষষ্ঠীচরণ—

ওরে ও পদ্মলোচন! কোথায় গেলিরে বাপ্‌ধন।

নেপথ্যে পদ্মলোচন—

কি…বাবা, কি?

নেপথ্যে ষষ্ঠীচরণ—

ওরে বাবা? ওদিকে আবার বস্ত্র-কলসী ধন-রত্ন দান হচ্ছে।

পদ্ম। অ্যাঁ! তাই নাকি! এগিয়ে এসো বাবা…তাহলে এগিয়ে এসো।

(পদ্মলোচনসহ ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ)

১ম। আরে…ষষ্ঠী খুড়ো! ফলার মেরে ত দিব্যি ভুঁড়ী টান করেছ দেখছি। ও দিকে ও পাড়ার হিরু গয়লার কাছে ন সিকের পয়সা ধারো, বেচারা ছমাস ঘুরে আদায় করতে পারছে না। আজ সকালে গিয়ে তোমায় এত ডাকাডাকি…তোমার ছেলে

[illegible] তুমি নাকি বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছ।
এ সব তবে জলজ্যান্ত মিছে কথা !

পদ্ম। মিছে কথা ! এই দেখছ গলায় দিব্যি ধব্‌ধবে
পৈতে ! পৈতে গলায় দিয়ে যে মিছে কথা বলে...
তার বাবাকে যেন ব্রহ্মশাপ লাগে।

ষষ্ঠী। আহা ! চুপ···চুপরে বাবা···চুপ !

পদ্ম। তার বাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে !

ষষ্ঠী। অঁ্যা ! বলিস কি হতভাগা···আমার মাথায়—

পদ্ম। শুধু মাথায় নয়...তার বাবার বুকে যেন কেউটে সাপে ছোবল মারে।

ষষ্ঠী। থাম্‌ বাপধন···মাণিক আমার, অমন করে বলতে নেই ! না হয় দুটো মিছে কথা বলেইছ ; তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হোল ?

পদ্ম। কেন বাবা ! মিছে কথাই বা বলব কেন ! আমি কখনো মিছে কথা বলিনি ! তুমি ঘরের মধ্যে থেকে বললে—বাবা পদ্মলোচন, ও পাওনাদার শালাকে বলে দাও···আমি এইমাত্র বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছি। ...ঠিক তোমার শেখান কথাই আমি যথা ধর্ম্ম বলেছি। রামচন্দ্রের মত পিতৃ-সত্য পালন করেছি। বল বাবা, করেছি কিনা ?

ষষ্ঠী। হ্যাঁ করেছ !

পদ্ম। বাবা, এই পদ্মলোচনই তোমার বংশলোচন শ্রীরামচন্দ্র।

ষষ্ঠী। তা বাবা ! একশ বার ! শ্রীরামচন্দ্র তো শ্রীরামচন্দ্র...তুমি একেবারে সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র জরাসন্ধ ! (১ম ব্রাহ্মণকে) তা ভাই, বলতে কি...বিবাগী হবার ইচ্ছে সত্যিই হয়েছিল। মহারাজ

চক্রায়ুধের স্বর্গারোহণের পর...মন্ত্রী [illegible] রাজত্বে দেশের যা হাল হয়েছে—নিত্যি নিত্যি অন্নের হাঁড়িতে মা লক্ষ্মীর আবির্ভাব! মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ...এসব দেখে—

২য়। একেই বলে নেমক হারাম! গুষ্টি শুদ্ধ ফলার মেরে এসে এখন কিনা অন্নদাতার নিন্দে!

ষষ্ঠী। হ্যাঃ হ্যাঃ নিন্দে আর কোথায় করলাম? আজ রাত্রে মন্ত্রী কন্যার বিয়ে হবে...সেই বিয়ের নামেই এমন ব্রাহ্মণ ভোজন! আহা, রাজা সুমিত্রের লক্ষ বৎসর পরমায়ু হোক।

পদ্ম। আর মন্ত্রী কন্যারও এমনি করে নিত্যি নিত্যি বিয়ে হোক্!

ষষ্ঠী। নিত্যি নিত্যি বিয়ে কিরে হতভাগা!

পদ্ম। নইলে আমরা গরীব বামুনের ছেলে ঘটা করে ফলার মারবো কেমন করে বাবা!

নেপথ্যে কোলাহল

১ম। ঐ যে··কোষাধ্যক্ষ দানধ্যান আরম্ভ করেছেন! কোষাধ্যক্ষ মহারাজ, কোষাধ্যক্ষ বাবা, এই দিকে...এই দিকে।

(প্রস্থান)

পদ্ম। ও বাবা, এগিয়ে চল...বাবা...ও বাবা—

ষষ্ঠি। ভীড় ঠেলে কেমন করে এগুই বাপধন? পায়ে যে আমার গোদ!

পদ্ম। তা ও গোদা পাটা কি আজকে সঙ্গে না আনলেই হোত না! ও আপদ কাটারী দিয়ে কেটে এলেই হোত!

ষষ্ঠী। পা কাটব কিরে?

পদ্ম। কাটবে না তো অমন গোদা পা নিয়ে জন্মালে কেন বাবা! তোমার ছেলে হয়ে আচ্ছা আহাম্মুকি করেছি দেখছি!

ষষ্ঠী। শুনুন মহাশয়েরা, আমার বংশলোচন পদ্মলোচনের শ্রীমুখের বাণী শুনুন!

(কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ)

এই যে রাজপুরুষ! আমাদের কিছু দান ধ্যান করুন; শাস্ত্রের বচন জানেন তো—উচ্চৈঃশ্রবা মুনি লিখিত মার্ত্তণ্ড পুরাণে আছে, অস্তি গোদাবরী তীরে কাশ্মিরী শাল মলিদাতরু... অর্থাৎ কিনা···বলতো বাবা—

পদ্ম। অর্থাৎ কিনা...গোদা বামুনকে কাশ্মিরী শাল, মলিদা এই সকল তরু...মানে তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি দান করে ফেললে অগাধ পুণ্য সঞ্চয় হয়—

ষষ্ঠী। দিয়ে ফেল বাবা, যা কিছু আছে দিয়ে ফেল।

কোষাধ্যক্ষ। ব্যস্ত হবেন না। আপনারা সকলেই প্রার্থনাতীত দান পাবেন। মহারাজ সুমিত্রকুমারের দয়ায় তাঁর ভগ্নীর বিবাহ উৎসবে আর্ত্ত, দুঃখী কেউ শুধু হাতে ফিরবেন না। অপেক্ষা করুন!

সকলে। সাধু সাধু! জয় মহারাজ সুমিত্র কুমারের জয়! জয় কোষাধ্যক্ষ মহারাজের জয়—

(বাদ্যকরগণের প্রবেশ ও নাচিয়া নাচিয়া বাদ্য আরম্ভ...একটু পরে ক্রুদ্ধ চণ্ডভার্গবের প্রবেশ।

চণ্ড। একি!

ষষ্ঠী। ওরে, মন্ত্রী এসেছেন—মন্ত্রী এসেছেন!

সকলে। জয় মহামন্ত্রী চণ্ডভার্গবের জয়।

চণ্ড। বন্ধ কর···বন্ধ কর বাদ্য সমারোহ।

ষষ্ঠী। সে কি মন্ত্রী মশাই! আজ এতবড় মহোৎসব...
বাদ্য বন্ধ করবে কি? ...না, আজ আর মন্ত্রীমশাইয়ের কোন-
কথা শুনব না। বাজারে বাজা—

(মন্ত্রীকে ঘিরিয়া নৃত্য ও বাদ্য)

চণ্ড। আঃ দূর হ রে কুকুরের দল।

(প্রহার...অনেকে পলায়নোদ্যত)

পদ্ম। ওগো, পালিও না...পালিও না, মন্ত্রীমশাই আনন্দে ক্ষেপে
গেছেন, তাই নিজেই ধেই ধেই নেত্য করছেন, পালিও না
...আবার বাজাও।

চণ্ড। এখনো দাঁড়ায়ে! কোথা প্রতিহারী!
কষাঘাত কর এই ভিক্ষুকের দলে।

(সকলকে প্রহার)

ষষ্ঠী। ওরে বাবা! এযে আমাদের শুদ্ধ ঢোলক পিটোয়—

পদ্ম। তবে সত্যি সত্যি পালাও বাবা, খাইয়ে দাইয়ে শেষে মেরে
ফেলবার ফন্দী করেছে···পালাও।

ষষ্ঠী। নিয়ে চ বাবা...তোর গোদা বাবাকে নিয়ে চল—

(সকলের প্রস্থান)

চণ্ড। কি আশ্চর্য্য!
গৃহে গৃহে নৃত্যগীত, আনন্দ উৎসব!
অন্নদান, বস্ত্রদান, মহা আয়োজন!
কি হেতু এ দান যজ্ঞ পুরে!
কোথা গেল সুমিত্রকুমার!
সুমিত্র···সুমিত্র—

(সুমিত্রের প্রবেশ)

সুমিত্র। পিতা—

চণ্ড। এই যে এসেছ পুত্র! পাইয়াছ লিপি?

সুমিত্র। পাইয়াছি বহুক্ষণ!
সাধ্যমত করিয়াছি আয়োজন আজ্ঞা পালনের।

চণ্ড। কিন্তু পুরীমাঝে এ উৎসব কেন?

সুমিত্র। করিব না মহোৎসব হেন শুভদিনে?

চণ্ড। শুভদিন?

সুমিত্র। দিবাকর অস্তমিত হলে—আসন্ন গোধূলি লগ্নে—
শুভকার্য্য করিব সমাধা।

চণ্ড। গোধূলি লগ্নে!—

সুমিত্র। হ্যাঁ, গ্রহাচার্য্য করেছেন স্থির,
আজি পুণ্য গোধূলি লগন, বিবাহের প্রশস্ত সময়।

চণ্ড। বি-বা-হ! কাহার!

সুমিত্র। কেন পিতা, চন্দ্রহাস বিষয়ার শুভ পরিণয়—

চণ্ড। বিষয়ার পরিণয়! চন্দ্রহাস সনে!

সুমিত্র। হ্যাঁ পিতা, তোমার আদেশ···

চণ্ড। আমার আদেশ,
চন্দ্রহাস পরিণয় বিষয়ার সনে!
পিতৃদ্রোহী অধম সন্তান—
এ হেন দুর্ম্মতি তোর!

সুমিত্র। একি কথা কহ পিতা,
অকারণ তিরস্কৃত কেন কর মোরে?
পিতৃদ্রোহী নহি আমি,
তোমার পত্রের বাণী বর্ণে বর্ণে পালিবারে
করেছি উদ্যোগ—

চণ্ড। এখনও চাহ প্রতারিতে!
উত্তম, দেখি কোথা মোর আজ্ঞালিপি—

সুমিত্র এই লও পিতা—

(চণ্ডের পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

চণ্ড কি আশ্চর্য্য! দৃষ্টি-ভ্রংশ ঘটিল কি মোর!
একি কোনো দৈবী মায়া! (পত্রপাঠ)
সর্ব্ব দ্বিধা শূন্য হয়ে এই যুবকেরে বিষয়া—
কি আশ্চর্য্য! লিখেছি—বিষয়া!
হেন সর্ব্বনাশা ভ্রান্তি—
নিয়তি কি হাতে ধরে ঘটালো আমার?
বিষয়া!
কিসের ও কোলাহল!

(মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল)

সুমিত্র। বিবাহের শুভ লগ্ন সমাগত পিতা,
বাজিতেছে মঙ্গল বাজনা—

চণ্ড। বন্ধ কর...বন্ধ কর এখনই উৎসব।

সুমিত্র। পিতা!

চণ্ড। কোথায় বিষয়া! ডেকে আন ত্বরা!
বিষয়া—বিষয়া—

(সখিগণসহ বিষয়ার প্রবেশ।

বিষয়া। পিতা—

চণ্ড। আয়...আয়...ওরে মোর
আদরিণী মা হারা নন্দিনী, বুকে আয়!

বিষয়া। পিতা, আশীর্ব্বাদ করো,

স্বামী ভাগ্যে হই যেন চির ভাগ্যবতী।
অই দেখ, তোমার আশীষ তরে
স্বামী মোর রয়েছেন দুয়ারে দাঁড়ায়ে ;
এসো পিতা, আশীর্ব্বাদ করিবে তাঁহারে।

চণ্ড। চুপ্...কেবা তোর স্বামী ?
ওযে এক দরিদ্র ভিক্ষুক !
নাম, গোত্র, পরিচয়হীন—
বিশ্বের ঘৃণিত এক অভাগা ভিক্ষুক।

বিষয়া। পিতা—

চণ্ড। চাহিও না ওর পানে ! করিতেছি পণ—
সপ্তাহ কালের মাঝে সর্ব্বদেশ করিয়া ভ্রমণ
রূপে গুণে দেবোপম যোগ্যবর আনিব নিশ্চয়—
ভিক্ষুকেরে কর পরিত্যাগ।

বিষয়া। পিতা, স্বামী মোর হন যদি দরিদ্র ভিক্ষুক...
আমি তাঁর ভিখারিণী বধূ।
তব দত্ত অলঙ্কার, বসন ভূষণ—
তুচ্ছ জ্ঞানে এই দণ্ডে দিব বিসর্জ্জন—
নিজ হস্তে ভিক্ষুকের ছিন্ন বাস অঙ্গে তুলি লব।

চণ্ড। ওরে না না...কিছু তোরে করিতে হবেনা ;
কাহারে বলিস্ স্বামী ?
ও যে প্রতারক !

বিষয়া। পিতা, মম অনুরোধ, স্বামীর উদ্দেশে মোর
এ হেন লাঞ্ছনা বাণী কহিও না পুনঃ ;
হেনরূপে বার বার অপমান কোরোনা তাঁহারে।

হও পিতা...হও মোর ইষ্ট গুরুদেব,
তথাপি তোমার মুখে স্বামী অপমান
আমি সহিতে নারিব।

চণ্ড। স্বামী! এখনো তো হয়নি বিবাহ...
তবে কোথা তোর স্বামী?

বিষয়া। দেহ মন সর্ব্বস্ব আমার
বহুপূর্ব্বে উৎসর্গীত চরণে যাঁহার
বাহিরের অনুষ্ঠান হোক্ বা না হোক্
তাঁহারেই জানি মোর ধর্ম্মলব্ধ স্বামী।
সে স্বামীর সনে—
ইহকাল পরকাল চিরকাল গতি।

চণ্ড। এতদূর! এতখানি দুঃসাহস হয়েছে তোমার!
না না, হেন স্বৈরাচার কভু আমি ঘটিতে দিব না।
বিষয়া, আদেশ আমার
কর তুই চন্দ্রহাসে ত্যাগ।

বিষয়া। ছি ছি পিতা, একি কথা তব মুখে শুনি।
পিতা হয়ে কন্যারে বোলোনা পিতা,
হেন হীনবাণী।

চণ্ড। বিষয়া!

সুমিত্র। পিতা, পিতা, হয়ো না নিষ্ঠুর!
যাহা ইচ্ছা অন্য আজ্ঞা কর বিষয়ারে,
কিন্তু তার স্বামী ত্যাগ—

চণ্ড। স্তব্ধ হও, অন্য আজ্ঞা নাহি মোর,
ঐ এক কথা...একমাত্র আদেশ আমার।

অধম ভিক্ষুকে যদি এই দণ্ডে ত্যাগ নাহি করে
বিষয়ার নাহি স্থান আমার প্রাসাদে !

বিষয়া। তা হলে বিদায় দাও,
পতি যেথা নাহি পান ঠাঁই—
সতী সেথা কোন প্রাণে করিবে নিবাস ?
পিতা, পুরী ত্যজি যাইব এখনি,
অপরাধ করিও মার্জ্জনা—
ভুলে যেয়ো অভাগিনী কন্যারে তোমার !

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ)

চন্দ্র। বিষয়া।

চণ্ড। ওঃ ! সুমিত্র, দূর কর...দূর কর—
অধম ভিক্ষুকে !

বিষয়া। চলে এসো স্বামী !

চন্দ্র। আমি বিতাড়িত···কিন্তু
তুমি কোথা যাবে মোর সনে ?

বিষয়া। অযোধ্যা ত্যজিয়া—
রাম বনবাসে গেলে...জানকী ছিলেন যেথা—
যাবো সেইখানে !

(উভয়ের প্রস্থান)

সুমিত্র। বিষয়া—বিষয়া—

চণ্ড। ডাকিও না···আজি হতে মৃত সে বিষয়া !

তৃতীয় দৃশ্য

কুতূহলপুর প্রাসাদের বিলাস কক্ষ

মীনধ্বজ ও নর্ত্তকীগণ

(নর্ত্তকীদের গীত)

মদ মধু ঢালো ঢালো, ঢালো সুধা সুন্দরী,
মদালস আঁখি খোল রসাবেশে মুঞ্জরি ॥
জাগে যৌবন জল-তরঙ্গ নব ফাল্গুন গানে গানে
চঞ্চল কিশোর অনঙ্গ অপাঙ্গে ফুলশর হানে ।
প্রিয়তমে লয়ে বুকে প্রথম মিলন সুখে
ভালবাসি দুটী কথা বল মৃদু গুঞ্জরি ।

(চণ্ডভার্গবের প্রবেশ ও নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

চণ্ড । মীনধ্বজ—

আজ্ঞা কর প্রভু—

চণ্ড । সুমিত্রের সর্ব্বভার আজিকে তোমার !
সঙ্গীরূপে পার্শ্বে রহি—
এই গৃহে সুমিত্রেরে আবদ্ধ রাখিবে ।
শুন বার্ত্তা, নগরনিবাসী যত কুক্কুরের দল—
উত্তেজিত হইয়াছে চন্দ্রহাসে হেরি ;
অমাত্য, সামন্ত, প্রজা মিলিত হইয়া—
ষড়যন্ত্র করে সবে বিরুদ্ধে আমার !

মীন কেন এই ষড়যন্ত্র প্রভু !

চণ্ড। কেন ষড়যন্ত্র ?
কেন তারা উত্তেজিত চন্দ্রহাসে হেরি ?
না—না—
থাকুক সে সব কথা ! উদ্ধত বিদ্রোহী যত নরনারীগণে
বিধ্বস্ত করিব আমি কঠোর পেষণে।
মনে রেখো মীনধ্বজ,
প্রজার ক্রন্দনে পুত্র হলে বিচলিত
সর্ব্ব আয়োজন মোর নিস্ফল হইবে।

মীন। নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভু !
অপূর্ব্ব মায়ার জাল করেছি বিস্তার,
বিমুগ্ধ রয়েছে রাজা বিলাস ভবনে।

চণ্ড। যাই আমি !
আজি নিশা···নিশাকালে চণ্ডীকার মহাপূজা করিব সাধন ;
পরিপূর্ণসিদ্ধি লাগি চণ্ডীকার হস্তের খর্পর—
পূর্ণ করি দিব আজ নর রক্ত ধারে !

অলকা। (নেপথ্যে) সাবধান, হেন কার্য্য করিও না—
পরিণাম অতীব ভীষণ !

চণ্ড। কে ! কে ! ওই···ওই···দৌবারিক...দৌবারিক—

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। প্রভু—

চণ্ড। ওই রমণীরে—
না না, পারিবি না তোরা, কণ্ঠস্বরে চিনিয়াছি,
নিজে আমি শৃঙ্খলিত করিব উহারে।

(প্রস্থান)

মীন। কি ব্যাপার! দেখিতে হইল—

(পশ্চাতে প্রস্থান)

সুমিত্রের প্রবেশ...পশ্চাতে দুইজন সুরা সম্বাহিকা; একজন সুরা পাত্র আগাইয়া দিল।

সুমিত্র। আর নয়...আর নয়...বহুদূর আসিয়াছি—
আর কোথা লয়ে যাবে মোরে!
ক্ষণকাল একাকী রহিতে দাও...আমার মিনতি—

(নর্ত্তকীগণ প্রস্থানোদ্যত, মীনধ্বজের প্রবেশ)

মীন। সে কি মহারাজ! বিশ্রামের সঙ্গিনী ইহারা—
একা রেখে পারে কি যাইতে!

সুমিত্র। মীনধ্বজ!

মীন। রাজত্বের অনেক ঝঞ্ঝাট!
দুশ্চিন্তায় আয়ুক্ষয় হয়।
বিশ্রাম করিতে একা চাহিও না রাজা,—
তাহে শুধু দুশ্চিন্তা বাড়িবে!

সুমিত্র। দুশ্চিন্তা! বলিতে কি পারো মীনধ্বজ,
করেছিনু কোন অপরাধ...কার মর্ম্মে
দিয়েছিনু ব্যথা, যার লাগি হারালেন—
মহাদেবী অলকনন্দায়...হারালেম বিষয়া ভগিনী—

মীন। ও সকল কথা কেন? থাক না এখন—

সুমিত্র। দেখ...দেখ চেয়ে, শূন্য মোর জীবন মন্দির;
অন্ধকার মহাশূন্য মাঝে—একা পড়ে

কাঁদিতেছি বৃশ্চিক দংশনে !
দারুণ তক্ষক বিষে জর্জ্জরিত তনু—
প্রাণখুলে কাঁদিতে পারিনা—

মীন। কি হবে ভাবিয়া তাহা ?
ধর রাজা, ধর এই সঞ্জীবনী সুধা—
সব ব্যথা ফুস করে যাইবে উড়িয়া—

সুমিত্র। দাও···তাই দাও—
স্মৃতিরে করিব ভস্ম সুরার গরলে !
দাও...সুরা দাও···আরও সুরা দাও।

মীন। মহারাজ, এইসঙ্গে—
নৃত্যগীত—

সুমিত্র। নূতনত্ব নাই বন্ধু,
নর্ত্তকীর নৃত্য তব বড় এক ঘেয়ে !

মীন। নূতনত্ব ! এইকথা ! অপেক্ষা করুন...
ওরে, তরুণ নর্ত্তক···অজন্তার
বালক নর্ত্তক !

(বালক নর্ত্তকের প্রবেশ ও নৃত্য)

সুমিত্র। চমৎকার—চমৎকার ! মীনধ্বজ, পরিতুষ্ট আমি !

মীন। আজ্ঞা যদি হয়, আরও তুষ্ট করিবারে পারি !

সুমিত্র। আরও তুষ্ট !

মীন। অসীম আনন্দ মহারাজ !
ওতো গেল দুগ্ধপায়ী শিশু !
এইবার মহারাজ, একটী সোনার পাখী ধরেছি খাঁচায় !

সুমিত্র। সোনার পাখী—

মীন। ভুলিতে স্মৃতির জ্বালা বড় মহৌষধ,
বুকের আঘাত মাঝে একেবারে বিশল্যকরণী।
দেখুন না, আনিতেছি এখুনি তাহারে! ওরে—
নিয়ে আয়···নিয়ে আয়—

(নারী প্রহরী অবগুণ্ঠিতা অলকনন্দাকে লইয়া আসিল···অলকনন্দা একপার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।)

মীন। এ কি! কি হেতু গুণ্ঠন মুখে!
ফেল...ফেল তব গুণ্ঠন সুন্দরী—
আহা, মহারাজে লজ্জা কি তোমার!
এসো...রাহুমুক্ত চন্দ্রানন হতে
অজস্র কিরণধারা দাও ছড়াইয়া—
নৃত্য ভঙ্গে···নয়ন ইঙ্গিতে তৃপ্ত হোক্ রসিক সুজন!
কি সুন্দরী, তবুও দাঁড়ায়ে!
মহারাজ, অভিমান করিয়াছে বালা—
নিজে গিয়ে সাধুন বারেক!

সুমিত্র। (অলকনন্দার নিকটে গিয়া)
হে অজ্ঞানিতা, নাহি জানি স্বরূপ তোমার;
রহস্যের আবরণে আপনারে রেখেছ ঢাকিয়া!
তবু...তবু কেন মনে হয়...না...মীনধ্বজ—

(সুরাপান)

মীন। (গুণ্ঠন জোর করিয়া ফেলিয়া দিবার ইঙ্গিত)

সুমিত্র। ফেল...গুণ্ঠন ফেলিয়া দাও, দেখাও আনন,
রূপের পিয়াসী আমি চাহি তব রূপের অমিয়া!

তৃষিত রাখিয়া মোরে যেতে নাহি দিব,
ফেল...ফেল ও গুণ্ঠন—তবু লাজ? এই দেখ,
নিজে আমি তবে—

সুমিত্র নিজে অবগুণ্ঠন ফেলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা গুণ্ঠন ফেলিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন, সুমিত্র দেখিল—তিনি অলকনন্দা।

অলক। সুমিত্র!

সুমিত্র। দেবী অলকনন্দা!

মীনধ্বজ সুরা আনিল, সেইপাত্র সুমিত্র মীনধ্বজের কপালে ছুড়িয়া মারিল, রক্তপাত; ...মীনধ্বজ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অলক। সুমিত্র—

সুমিত্র। সরে যাও, নরকের সঙ্গী মোর করে পলায়ন,
তারে নিয়ে একসাথে মৃত্যুপুরে যাবো!
সরে যাও, স্পর্শিও না পাতকীর ছায়া!

অলক। সুমিত্র! কোথা যাবে তুমি?

সুমিত্র। কোথা যাব নাহি জানি, সরে যাও দেবি,
আত্মারে করিব মুক্ত...
অপবিত্র ঘৃণ্য দেহ দিয়া বিসর্জ্জন!

অলক। সে কি! আত্মহত্যা করিবারে চাহ!
সে যে মহাপাপ!

সুমিত্র। মহাপাপ! মহাপাপে বাকী কোথা আর!
একদিন যেই হস্তে দাক্ষায়িনী মাতার চরণে
রাশি রাশি রক্তপদ্ম, রাশীকৃত রক্তজবা দিছি উপহার ..

সেই হস্তে পাপপূর্ণ সুরা পাত্র করেছি গ্রহণ !
জগৎ জননী জ্ঞানে করিয়াছি নিত্য যারে মাতৃ সম্বোধন···
প্রমত্ত মাতাল হয়ে কামাসক্ত পশুর সমান
আজি সেই জননীরে...ওঃ সরে যাও...সরে যাও,
ঘৃণিত এ দেহ নাশ করিব নিশ্চয় !
বিধাতা আপনি মোরে ফিরাতে নারিবে !

অলক। সত্য যদি দেহ নাশ প্রতিজ্ঞা তোমার,
আত্মহত্যা করিতে হবে না—
চির মুক্তি দানিব তোমারে।

সুমিত্র। দেবি—দেবি—

অলক। শোন হে সুমিত্র, প্রাসাদ ছাড়িয়া এই দণ্ডে চলে যাও
চন্দ্রহাস বিষয়ার পাতার কুটীরে !
ভৈরব জহ্লাদে মোর জানায়ে বারতা—
সঙ্গে নিয়ো তারে ;
সেথা গিয়ে চন্দ্রহাসে দিও তব রাজার মুকুট !
চেয়ে নিয়ো রক্ত বস্ত্র, রক্ত উত্তরীয়—
আর নিও জবা পুষ্প মালা—

সুমিত্র। তারপর ?

অলক। একা তুমি যাবে আজ চণ্ডিকা পূজিতে !
বুঝিলে সুমিত্র,
একা যেতে হবে আজ চণ্ডিকা পূজিতে।

সুমিত্র। চণ্ডিকা পূজিব...আমি—

অলক। এক মহা অকল্যাণ আসিতেছে গ্রাসিতে ধরায়।
আজি রাত্রিকালে চণ্ডিকা মন্দিরে তুমি রক্তজবা দিয়ে

সেই সর্ব্বনাশ হতে রক্ষিবে জগৎ !
সেই সাথে পূর্ণ হবে বাসনা তোমার ।

সুমিত্র। একি দেবি, কাঁদিতেছ তুমি !

অলক। *না না, কোথা কাঁদি...কোথা অশ্রুজল ;*
নির্ম্মম নিয়তি আমি, পাষাণ প্রতিমা !
পাষাণীতো কাঁদেনা কখনো ! পাষাণী কেবল হাসে !
বিশ্বনাশা সেই হাসি হাসে !

সুমিত্র। দেবি, তাহলে বিদায় দাও ; চরণ স্পর্শিতে আর
নাহি অধিকার—যাত্রাকালে লহ মোর উদ্দেশে প্রণাম !

অলক। যাও···মহাপূজা কর সমাপণ !
তব দত্ত রক্ত জবা দলে আজ
মহাপূজা হবে চণ্ডীকার ।

(ছুটিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাল—গোধুলি

বনে চন্দ্রহাসের কুটীর। ফুল সাজে সজ্জিতা বিষয়া।

(বিষয়ার গীত)

দুজনে বাঁধিনু গেহ মন-মঞ্জরী দিয়া।
প্রিয়তম আর প্রিয়া ॥
নির্জ্জন বন-ভবনে মোদের
কুটীরের অঙিনায়,
নাচে মায়া-মৃগ চপল হরিণী
কাজল নয়নে চায়।
নিশা যায় জাগরণে গান গেয়ে আনমনে
গেঁয়ো-নদী জলে ভীরু চাঁদ দোলে
বায়ু বহে পূরবৈঁয়া ॥

(চন্দ্রহাসের প্রবেশ)

চন্দ্র। প্রিয়া !

বিষয়া। প্রভু !

চন্দ্র। কি সুন্দর সেজেছ মানসী !
যেন মনে হয়, বিগলিত রবিরশ্মি সাগর মথিয়া
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী
সুধাভাণ্ড করে লয়ে সম্মুখে দাঁড়াল !

বিষয়া। ওকি প্রিয়তম...হস্তে তব...

চন্দ্র। আনন্দ বারতা এক শোনো প্রিয়তমে,
পিতা তব এসেছিল হেথা।

বিষয়া। পিতা, এসেছেন !
কোথা তিনি ?

চন্দ্র। পুনরায় গেছেন চলিয়া ;
বিদায়ের কালে, এই রক্ত জবামাল্য,
রক্ত বাস, রক্ত উত্তরীয় ..
মোর হাতে তুলে দিয়েছেন !

বিষয়া। কি হবে ইহাতে !

চন্দ্র। এই মাল্য বস্ত্রে আজি সজ্জিত হইয়া
চণ্ডীকার করিব অর্চ্চনা !

বিষয়া। তুমি !

চন্দ্র। অনুতপ্ত পিতা তব।
বাসনা তাঁহার...ফিরায়ে লবেন পুনঃ
আমাদের আপন প্রাসাদে ;
প্রাসাদে যাত্রার আগে
চণ্ডীকা পূজিতে মোরে দিলেন নির্দ্দেশ

বিষয়া। সত্য ! কি আনন্দ !
জানিতাম আগে...পিতা কি কখনো
সন্তানেরে পারেন ত্যজিতে !
চল প্রভু, চল তবে চণ্ডীকা পূজিতে !

চন্দ্র। একা যেতে হবে মোরে,
প্রাণী মাত্র রহিবেনা সাথে...
এই নাকি অনুজ্ঞা দেবীর।

বিষয়া। একা যেতে হবে !
কেন হেন বিচিত্র আদেশ !

চন্দ্র। নাহি জানি, কি রহস্য প্রিয়া!
করিয়াছি পণ আমি তাঁহার সকাশে,
একাকী যাইব বনে পূজিতে চণ্ডিকা।
অপেক্ষিয়া রহ প্রিয়া—
মায়ের অর্চ্চনা করি ত্বরায় ফিরিব।
ভাল কথা, দেবীর নির্ম্মালা এই
যাত্রাকালে পরিতে হইবে।
প্রিয়তমে, নিজে তুমি
এই মাল্য দেহ মোর গলে।

(বিষয়া মালা দিতেছিল এমন সময় সুমিত্রের প্রবেশ)

সুমিত্র। ক্ষান্ত হও...নহে মাল্য...তব তরে
আনিয়াছি রাজার মুকুট।

বিষয়া। একি! দাদা!

চন্দ্র। সুমিত্র কুমার!

সুমিত্র। উঁহু, সুরাপায়ী, প্রমত্ত মাতাল···
পশু হতে ঘৃণিত লম্পট;
তবুও বিশ্বাস কর···কব না প্রলাপ,
ধরো এই রাজার মুকুট!

চন্দ্র। রাজার মুকুট!
আমি কেন লব এই রাজার মুকুট!

(ভৈরব জহ্লাদের প্রবেশ)

ভৈরব। তুমি লবে...মুকুটের তুমি অধিকারী।

সুমিত্র। ভৈরব জহ্লাদ!
হ্যাঁ হ্যাঁ, কহি সত্যবাণী;

মুকুটের তুমি অধিকারী
মহাসত্য দীর্ঘকাল করেছি গোপন,
আজি কহি দেবীর আজ্ঞায়—
তুমি রাজা চক্রায়ুধ সুত।
হ্যাঁ...সত্য কহি, চক্রায়ুধ রাজার নন্দন।

চন্দ্র। চক্রায়ুধ রাজার নন্দন! আমি!

ভৈরব। তুমি! সিংহাসন লোভে
শিশুকালে তোমারে বধিতে
মোর হাতে মহামন্ত্রী দিয়েছিল তুলি।
কি হেতু জানিনা,
তোমার সে ঢল ঢল কচি মুখখানা
করুণা আনিয়াছিল
জহ্লাদেরও পাষাণ অন্তরে।
বন্য পশু বধ করি···তার রক্ত দেখাইয়া
প্রতারিত করিলাম স্বার্থ-অন্ধ প্রভুরে আমার :

চন্দ্র। তারপর!

ভৈরব। তারপর, তোমারে লুকায়ে নিয়ে
চলে গেনু কাবেরীর তীরে।
মনে সাধ, কোন সদাশয় জন
করে যদি তোমারে পালন!
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল,
সেই বনে এসেছিল ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ;
কৌশলে প্রেরিনু তোমা তাহার সম্মুখে।
সে তোমারে চিনিল না—

তবু দেখি অপরূপ রূপ...
বন হতে কুড়াইয়া নিল।
স্বচক্ষে দেখিয়া তাহা
নিশ্চিন্তে ফিরিয়া এনু আপনার গৃহে।

চন্দ্র। ভৈরব...ভৈরব—

ভৈরব। আর নয় ;
হেথা কার্য্য সমাপন...যাই এবে।
আবার আসিব ফিরে
তোমার সে অভিষেক দিনে।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। বিচিত্র কাহিনী মোরে শুনাল ভৈরব !
আমি তবে মহারাজ চক্রায়ুধ সুত !

সুমিত্র। সন্দেহ নাহিক তাহে।
কাল বয়ে যায়, এসো এসো কুতূহল পুরীর সম্রাট,
লহ তব পিতার মুকুট।

চন্দ্র। সুমিত্র—(মুকুট গ্রহণ)

সুমিত্র। অর্দ্ধ মুক্ত আমি এতক্ষণে !
চির মুক্তি লভিব এবার।

চন্দ্র। চির মুক্তি ! কি অর্থ ইহার ?

সুমিত্র। প্রশ্ন করিওনা, এখনও বহু কার্য্য বাকী।
মুকুট লয়েছ...এইবার প্রতিদান দাও—
অই রক্ত জবা, রক্ত বাস, রক্ত উত্তরীয়।

চন্দ্র। এই বস্ত্র, মাল্য চাহ ! দেবীর অর্চ্চনা লাগি
এযে মোরে মন্ত্রীবর দেছেন আপনি !

সুমিত্র। নিজে পিতা তোমা হেতু এ সকল এনেছে বহিয়া!
এতক্ষণে বুঝিলাম দেবীর ইঙ্গিত;
বুঝিলাম...কিরূপে আমারে দেবী মুক্তি দিতে চান!

বিষয়া। দাদা! কি ভাবিছ মনে!
কেন চাও মাল্য, বস্ত্র তুমি।

সুমিত্র। শোনো ভগ্নি, শোনো চন্দ্রহাস,
আজি রাত্রে দেবীর অর্চ্চনা করি
শ্রেষ্ঠ পুণ্য করিব অর্জ্জন। সে পুণ্য সঞ্চয়ে—
হোয়োনা হোয়োনা বাদী তোমরা দুজনে;
সত্য কহি, এ কেবল নহে মোর কাতর মিনতি:
এ আদেশ মূর্ত্তিমতী মহামায়া অলকনন্দার।
দাও···মাল্য, বস্ত্র দাও।

চন্দ্র। না জানি কি খেলা মাতা খেলিতে চাহেন!
মাতার এ ইচ্ছা যদি...লহ তবে...লহ হে সুমিত্র,
জবা মাল্য, উত্তরীয় বাস;
দেবী পূজা সমাপিয়া এসো।

(বস্ত্র দান)

সুমিত্র। আসিব! হ্যাঁ, পূজা অন্তে আবার আসিব...
আসিব না! নিশ্চয় আসিব!
হাঃ হাঃ হাঃ—

বিষয়া। দাদা—

সুমিত্র। বিষয়া, ভগিনী মোর—করি আশীর্ব্বাদ
ধর্ম্ম পথে সুখী হোস্ তোরা।
মহা পূজা যাত্রী আমি, তাই জানি মনে—

পাতকী হই না কেন
তবু এই আশীর্ব্বাদ নিশ্চয় ফলিবে।

(প্রস্থান)

বিষয়া। এ সকল কি বলিল দাদা!
বিদায়ের কালে, কেন তাঁর আঁখি কোণে
দেখিলাম সর্ব্বনাশা হাসি?

দূরে অলকনন্দা—সুমিত্র—সুমিত্র!

বিষয়া। সুমিত্র! কেবা অই উন্মাদিনী ডাকিছে দাদারে!

চন্দ্র। একি! মহাদেবী অলকনন্দা!

নেপথ্যে অলকনন্দা—

"চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস, দিওনা জবার মালা,
দিওনা বসন—যেতে নাহি দিও সুমিত্রেরে!
সুমিত্র—সুমিত্র"

(প্রবেশ)

অলক। কৈ, কোথায় সুমিত্র!

উভয়ে। দেবি, একি মূর্ত্তি—

অলক। সুমিত্র—সুমিত্র কোথা!

চন্দ্র। তোমার আদেশে গেছে চণ্ডীকা পুজিতে।

অলক। চণ্ডিকা পুজিতে! চলে গেছে!
সব শেষ হয়ে গেল তবে।

চন্দ্র। দেবি, দেবি, কি বলিছ!

অলক। কিছু নয়! রক্ত দিয়ে হল শুধু রক্তের তর্পণ।
প্রকৃতির প্রতিশোধ ইহা!
আমি কেন কাঁদি?

রক্ত ধারে বহুক প্লাবন—
কাঁদিবনা···কাঁদিবনা···কাঁদিবনা আমি।

(প্রস্থান)

চন্দ্র। রক্তের প্লাবন!
তবে কি···তবে কি আজি সুমিত্র কুমার—
শীঘ্র চলে এসো প্রিয়া, হোলো বুঝি মহা সর্ব্বনাশ!
সুমিত্র! সুমিত্র!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

চণ্ডিকা মন্দির প্রাঙ্গণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ। খড়্গধারী চণ্ডালদ্বয় এবং চণ্ডভার্গব।

ঘাতক। প্রভু—

চণ্ড। শোন হে ঘাতক—
পুনর্ব্বার আজ্ঞা মোর কর অবধান!
গলে জবা পুষ্প মাল্য, পরিধানে রক্তবাস,
রক্ত উত্তরীয়...অর্ঘ্য লয়ে আসিবে যুবক।
মন্দির সোপান পরে
যেমনি দেবীরে যুবা করিবে প্রণাম···
অমনি তখনি···আছেত স্মরণ?

ঘাতক। খুব মনে আছে প্রভু, নিশ্চিন্ত থাকুন।
যথা কালে কার্য্যোদ্ধার নিশ্চয় করিব।

চণ্ড। মনে রেখো, চণ্ডিকা হবেন তুষ্টা;
মহা পূণ্য হইবে অর্জ্জন।

আকাশে মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ:

১ম। প্রভু, সরে যান···কে যেন আসিছে!

চণ্ড। অন্ধকারে চিনিতে না পারি···হাঁ, হাঁ,
মনে হয়, হাতে বুঝি অর্ঘ্য পাত্র কুসুম চন্দন!
পালাই...পালাই আমি...
রাখিস্ স্মরণ, লক্ষ মুদ্রা পাবি পুরস্কার

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে অর্ঘ্য হস্তে সুমিত্রের প্রবেশ)

সুমিত্র। অন্ধকারে ছেয়েছে ভুবন !
উর্দ্ধে হাঁকে মেঘদল·· চকিত বিদ্যুৎ...
নিম্নে ধরা পৃষ্ঠে শ্বসে মত্ত মহা ঝড় !
বনস্পতি শাখার ঘর্ষণে
ওকি রুদ্র দাবানল দাউ দাউ উঠিছে জ্বলিয়া !
নদী বক্ষে তরঙ্গ চাপনে
লক্ষ কোটী বিক্ষুব্ধ নাগিনী
উদ্গারিছে ওকি হলাহল !
আজি বুঝি সৃষ্টি অবসান—
হবে বুঝি মহান্ প্রলয় !

(মন্দিরে অগ্রসর হইয়া)

হে বিশ্ব জননী, অকস্মাৎ কেন এত রোষ ?
কেন এই করালিনী বেশ ?
অতি নীচ...অতি ঘৃণ্য অধম পাতকী—
তোমারে করিবে পূজা অপবিত্র করে—
তাই কি হয়েছ ক্রুদ্ধা জননী চণ্ডিকা ?
শান্ত হও জননী আমার !

(দেবী প্রণাম। ঘাতকের খড়্গাঘাত। ছুটিয়া মন্ত্রীর প্রবেশ)

চণ্ড। (ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে) কিহল—কিহল !!

(চন্দ্রহাস অলকনন্দা ও বিষয়ার প্রবেশ)

চন্দ্র। সুমিত্র...সুমিত্র !

চণ্ড। চন্দ্রহাস্ !! তবে···তবে···(দেখিলেন···সুমিত্র নিহত)।
ওঃ পুত্র হত্যা করিলাম শেষে (পড়িয়া গেল)।

চন্দ্র। দেবি, দেবি, নির্ম্মম পাষাণী !
একি মহা সর্ব্বনাশ করিলি জননী !

অলক। সর্ব্বনাশ ! হ্যাঁ, আমি যে গো সর্ব্বনাশা ভীমা-
ভয়ঙ্করী ! আর কেন...রক্তস্নাত অপবিত্র পাষাণ মন্দির·
ভূমিকম্পে যাও রসাতলে !
জেগে ওঠো...জেগে ওঠো প্রলয় সাগর !
মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ পরে বয়ে যাক্ ফেনিল প্লাবন,
সেই জল স্রোত মাঝে রক্তিম কমল হয়ে
ঐ···ঐ জাগে সুমিত্র কুমার !
চেয়ে দেখ, জগৎ জননী নিজে
দেখা দিল আকাশ মণ্ডলে
নিতে ওই পদ্মের অঞ্জলী।

যবনিকা